









## শহর ও জেলার খবর

# দেউচা-পাঁচামি খোলামুখ কয়লা খনির বিরোধীতা আদিবাসী উচ্ছেদ বন্ধের দাবিতে রাজভবনের উদ্দেশ্যে পদযাত্রা

খায়রুল আনাম

এবার প্রতিবাদের ভাষাটা ভিন্ন। আর এই ভিন্নতর প্রতিবাদে চল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রার মধ্যেই আদিম জনগোষ্ঠীর বীরসা-মুগুর রক্তের বাহকেরা তীর-ধনুক কাঁপে খুলিয়ে এবং ভগ্নাদিধির কথা স্মরণে রেখে এবার শান্ত অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে বীরভূমের মহামদাবাজারের মথুরাপাহাড়ি এলাকা থেকে শুরু করলেন পদযাত্রা। রাজা সরকার এই এলাকায় যে খোলামুখ কয়লা খনি গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে তারই বিরোধীতায় এই অঞ্চলের আদিবাসীদের একটা অংশ প্রথম থেকেই সোচ্চার রয়েছে। রাজা সরকার যদিও জানিয়ে দিয়েছে যে, অনিচ্ছুক কারও জমি বলপূর্বক অধিগ্রহণ করা হবে না। স্বেচ্ছায় থাঁরা খোলামুখ কয়লা খনির জন্য জমি দিবেন, তাঁদের ক্ষতিপূরণ, কর্মসংস্থান ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে সরকারিভাবে বিভিন্ন প্যাকেজও ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু খোলামুখ কয়লা খনির বিরোধী আদিবাসীদের বক্তব্য-জল, জঙ্গল, জমির অধিকার তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার। তাই সেই অধিকার থেকে তাঁরা সরে এসে কোনওভাবেই খোলামুখ কয়লা খনির জন্য জমি দিবেন না। এই কয়লা খনি যে এলাকায় হচ্ছে সেখানকার ১২টি গ্রামের ৪ হাজার ৩১৪টি বাড়িতে কমপক্ষে ২১ হাজার মানুষ বসবাস করছেন। যাদের মধ্যে ৩ হাজার ৬০০ জন তপশিলি জাতিভুক্ত আর ৯ হাজার ৩৪ জন তপশিলি উপজাতিভুক্ত মানুষ বসবাস করছেন। আমেরিকার পরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই খোলামুখ কয়লা খনির জন্য রাজা সরকার ৩৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। এই খোলামুখ কয়লা খনির জন্য যে ৩ হাজার ৪০০ একর জমির প্রয়োজন, তারমধ্যে সরকারের নিজস্ব জমি রয়েছে



মাত্র ১ হাজার একর। বাকি পরিমাণের জমি অধিগ্রহণ করেই আমেরিকার পরে, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই খোলামুখ কয়লা খনি করতে হবে। রাজা সরকার স্বেচ্ছায় জমিদাতাদের পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে কাজ শুরু করেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলা হচ্ছে যে, সরকারি চাকরি একজনের ক্ষেত্রে একটি প্রজন্মে সীমাবদ্ধ থাকবে। আর জমির অধিকার কালানুক্রমিকভাবে থেকে যায়।

রাজা সরকারের দিক থেকে এইভাবে জমি নিয়ে খোলামুখ কয়লা খনি করার বিরুদ্ধে ওই এলাকার আদিবাসীদের একাংশের মধ্যে প্রথম থেকেই বিরোধীতা রয়েছে। বিভিন্ন সময় আন্দোলনও সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু এবার আদিবাসী অধিকার মহাসভার পক্ষ থেকে দেউচা-পাঁচামি, দেওয়ানগঞ্জ, হরিণশিঙা অঞ্চলের আদিবাসীরা খোলামুখ কয়লা

খনির বিরুদ্ধে বেআইনীভাবে জমি অধিগ্রহণ ও আদিবাসীদের উচ্ছেদের প্রতিবাদ জানাতে পদযাত্রা শুরু করলেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। শুক্রবার ১৪ এপ্রিল আদিবাসীদের এই পদযাত্রা গিয়ে পৌঁছবে কলকাতায় আয়েদকরের মূর্তির পাদদেশে। সেখান থেকে যাবে রাজভবনে। রাজভবনে আদিবাসী অধিকার মহাসভার একটি প্রতিনিধি দল রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বাসের হাতে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে কয়লা খনি করার যে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজা সরকার কাজ করছে, তা বন্ধ করার দাবি জানিয়ে দাবিপত্র জমা দিবেন। আদিবাসী অধিকার মহাসভার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, রাজ্যপাল নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অন্যথায়, তাঁরা তাঁদের দাবি নিয়ে সিল্লিতে গিয়ে রাষ্ট্রশক্তি দ্রৌপদী মূর্মুর সঙ্গে দেখা করবেন বলেও জানিয়ে রেখেছেন।

## হালিশহর পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করলেন রাজু সাহানি

অভিষেক আচার্য, ব্যারাকপুর, ১২ এপ্রিল— হালিশহর পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করলেন রাজু সাহানি। দলের নেতাদের উপস্থিতিতেই পদত্যাগ করলেন তিনি। নতুন চেয়ারম্যান হওয়ার দাঁড়ে এগিয়ে রয়েছেন বর্তমান হালিশহর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শুভঙ্গর ঘোষ। সানমার্গ চিঠিফাতের মাধ্যমে টাকা তোলার অভিযোগ ছিল এই রাজু সাহানির বিরুদ্ধে। গত বছর সেক্টরমতের তার বাড়ি থেকে হাজির হয়েছিল ৫০ লক্ষ নগণ টাকা এবং আয়েস্তায়। জেলও খাটতে হয়েছিল তাগে। রাজু সাহানিকে শ্রেফতার করেছিল সিবিআই। জামিনে মুক্তি পেলেও দলের কাছে অনেকটাই ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিলেন রাজু। দলের ভারমূর্তি স্বচ্ছ করতেই রাজুকে চেয়ারম্যান পদ থেকে সরানো হল বলে দাবি করেন একাংশের। যদিও দল থেকে সরানো হল, এই দাবি মানতে নামাজে খোদা রাহু। তিনি বলেন, আমাকে সরানো হলনি। আমি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছি। দল যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটাই মাথা পেতে নিচ্ছেছি। আগামী দিনে দল যাকে চেয়ারম্যান নির্বাচন করবে তাঁকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন বলে জানান রাজু সাহানি।

## কোলাঘাটে ফের মদের দোকান খোলার আবেদন, বাসিন্দাদের ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১২ এপ্রিল— কোলাঘাট রুকের সিদ্ধা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীস্থ ৯ নম্বর জাতীয় সড়কের বরদাবাড়ি ও জিএগদা বাজারের মধ্যবর্তী স্টার হোটেলে পুনরায় একটি মদের দোকান খোলার অনুমোদনের জন্য আবেগী দপ্তরে আবেদন জমা পড়েছে। ইতিমধ্যে বিভাগীয় দপ্তরের আধিকারিরা তদন্ত করে গিয়েছে। বিষয়টি জানতে পেয়ে ওই দোকান সলংয়ে শ্রীধরবসান ও উজ্জ জিএগদা গ্রামের বাসিন্দারা গণস্বাক্ষর সম্মিলিত স্মারকলিপি আজ আবেগারি দপ্তরে সুপারিটেনেডেটের নিকট জমা দিয়েছেন। আনাদিক পূর্ব মেদিনীপুর জেলা মদ ও মাদকদ্রব্য বিবোর্ধী কমিটির পক্ষ থেকেও ওই স্থানে নতুন করে মদ দোকানের অনুমতি না দেওয়ার আবেদন জানিয়ে আজ দপ্তরের সুপারিনেডেটের যতন চন্দ্র মন্ডলের নিকট পৃথকভাবে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কমিটির জেলা আহ্বায়ক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, এমনিতেই হ নম্বর জাতীয় সড়ক সলংগ একাধিক স্থানে সরকারি মদের দোকান রয়েছে। ফলস্বরূপ এলাকায় পথ দুর্ঘটনা যেমন বাড়ছে। তেমনি নানা অসামাজিক কার্যকলাপও বেড়েই চলেছে। এরপরে নতুন করে আবার দোকান খোলার আবেদন দিলে এলাকায় মদ ও মাদকদ্রব্যের দৌরাখ্য ভীষণভাবে বেড়ে যাবে।



বুবার দলীয় অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি ও মহম্মদ সেলিম।

# জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে রাজ্যপালের সামনে বিক্ষোভ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসাত, ১২ এপ্রিল— বুধবার গুয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া এবং অধ্যাপক অধ্যাপিকদের সঙ্গে একটি আলোচনা সভায় যোগ দিতে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বাস। এদিন রাজ্যপালের গাড়ি যখনই ইউনিভার্সিটির মূল গেটের সামনে এসে পৌঁছায় তখনই তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের সদস্যরা বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। কিছুক্ষণের জন্য পরিস্থিতি উদ্ভঙ্গ জনক হয়ে ওঠে। পরে অবশ্য রাজ্যপাল সে বিক্ষোভকে উপেক্ষা করি ইউনিভার্সিটিতে আলোচনা সভায় যোগ দেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য হিসেবে দেখা এবং জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিকে কেন্দ্র করেই মূলত তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি ছিল। এদিন রাজ্যপালের গাড়ি ইউনিভার্সিটি এর গেটের সামনে আসতেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারা বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিতে থাকেন।

এক ছাত্র নিজের কথায়, আমাদের এই বিক্ষোভ মূলত জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে যে পরিকাঠামো দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাছাড়া নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সেমিস্টার সিস্টেম চালু করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। আমরা যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করি তারাও অনেকে ভালো করে সেমিস্টার বিষয়টি বুঝতে পারেন না। আমরা মনে করছি জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হলে স্কুল ছুটের সংখ্যা আরো বাড়বে। এছাড়া আমরা চাই আচার্য হিসেবে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে।

এদিন তিনি আরো বলেন রাজ্যপালের সামনে এই বিক্ষোভ দেখানোর অর্থ যাতে গোটা বিষয়টি কেন্দ্রের কাছে পৌঁছয়। আমরা কখনোই চাইনা রাজা সরকারের শিক্ষানীতিকে অবমাননা করা হোক। সেই কারণেই এই বিক্ষোভ কর্মসূচি এদিন আমরা পালন করলাম।

## মথুরাপুরে সুন্দরীনি শয্য প্রক্রিয়াকরণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ১২ এপ্রিল— বুধবার দুপুরে মথুরাপুরের কৃষক বাজারে উদ্বোধন দৃষ্টে ও প্রাণী সম্পদ উৎপাদক সনবায় সংঘ লিমিটেড এর আয়োজনে সুন্দরীনি শয্য প্রক্রিয়া করণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের

উদ্বাধন করলেন সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা। উপস্থিত ছিলেন রায়দিঘির বিধায়ক ডাঃ প্রাণী সম্পদ উপপাদক সনবায় সংঘ লিমিটেড এর আয়োজনে সুন্দরীনি শয্য প্রক্রিয়া করণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের

সহায়তায় কেন্দ্রটি গড়ে উঠল। এদিন সমবায়ে যুক্ত কৃষক পরিবারের হাতে বিভিন্ন ধরনের সরকারি পরিষেবা তুলে দেওয়া হয়। সুন্দরীনি প্রকল্পে সুন্দরবনের মহিলাদের ভূমিকার প্রশংসা করেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা।



তৈরি পোশাক গুলি পড়েছেন পৌলমী ভৌমিক, নির্মালা সরকার, আমন গুপ্ত, যা ইতিমধ্যেই সকলের নজর কেড়েছে। ছবি-সত্যজিৎ চক্রবর্তী।

## ফলতায় সপরিবারে আত্মহত্যার চেষ্টা, মৃত এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ১২ এপ্রিল— মঙ্গলবার রাতে ফলতায় চট্টা দেউল গ্রামে বিশেষ ভাবে সক্ষম সন্তানকে নিয়ে স্বামী স্ত্রীর বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার খবরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবারের অন্যান্যরা দেখতে পেয়ে তিনজনকে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে নিয়ে গেলে শোভা সামন্ত নামে গৃহবধূকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে। মৃতা শোভা দৌঁর স্বামী অরবিন্দ ও পুত্র সন্তান জয়ন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ফলতা থানার পুলিশ শোভা সামন্তের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। সূত্রের খবর, বাড়ির কর্তা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অরবিন্দ সামন্ত আত্মবেদিক গুণ্ধের ব্যবসা করতেন। ইদানিং ব্যবসা ভালো চলছিল না। অবসাদে ভুগছিল সামন্ত বাবু। আর্থিক অনটনের কারণে তিনজনে একসাথে বিষ খেলেন নাকি কেউ আত্মঘাতী হবার আগে অন্য দুজনকে বিষ খাওয়ালেন, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এলাকায় শোরগোল ছাড়া।

## মেদিনীপুরের ‘মন্দিরময় পাথরা’ পরিদর্শনে এএসআই’র প্রতিনিধিদল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১২ এপ্রিল— পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম এক ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্র ‘মন্দিরময় পাথরা’। মেদিনীপুর শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত সেই পাথরা’র সূত্রাচীন ৩৪টি মন্দির এবং সংলগ্ন জমি ২০২৩ সালে অধিগ্রহণ করেছে ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ বিভাগ বা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (ASI বা Archeological Survey of India)। তবে, এখনও জমির মূল্য পাননি জমির মালিকরা। সেই সমস্যার সমাধানের জন্যই মঙ্গলবার মেদিনীপুরে এসেছিলেন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বক্ষণ বা এএসআই (ASI)’র কলকাতা সার্কেলের প্রধান অধিকর্তা ড. রামেন্দ্র যাবব, সহ অধিকর্তা ড. মুখার্জি। এদিন তাঁরা পশ্চিম মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলাপাল (ভূমি ও ভূমি সম্পত্তি) সুনম সৌরভ মোহান্তির সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন পাথরা পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ কমিটির সভাপতি জয়ন্ত কুমার সামন্ত এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তথা ‘কবীরা’ পুরস্কার প্রাপ্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অগ্রদূত মহঃ ইয়াসিন পাঠান।

উল্লেখ্য যে, ইয়াসিন পাঠান এবং জয়ন্ত সামন্ত-রা বছরের পর বছর ধরে কৃষকদের জমির মূল্য প্রদানের বিষয়ে আন্দোলন করে আসছেন। প্রসঙ্গত, ২০০৩ সালের ১৬ জুলাই কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি দপ্তরের অধীন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বক্ষণ(ASI)) প্রায় ১০ একর জমি অধিগ্রহণ করেছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ল্যান্ড ভেলুয়েশন দপ্তর জানিয়েছে যে, ভর্তমান এই অধিগ্রহণীত জমির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২ কোটি ২৬ লাখ ১০ হাজার ১৩ টাকা। আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, অতি সত্বর ‘মন্দিরময় পাথরা’র অধিগ্রহীত জমির মূল্য প্রায়ের ব্যবস্থা করা হবে। এদিন মোট ১১৬ জন জমি মালিকের মধ্যে ৮২ জন আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করে মেদিনীপুর সদর রুকের বিডিও সুদেষ্ণা দে মৈত্র’র কাছে জমাও দিয়েছেন। বাকি ৩৪ জনের অবশ্য ঠিকানা বা জমি সংক্রান্ত কাগজপত্রের সমস্যা আছে বলে জানা গেছে।

## লোকশিল্প ও হস্তশিল্পের প্রসারে লোকউৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বোলপুর, ১২ এপ্রিল— চরমতম হতাশাক্রান্ত পাথের করে বুধবার ১২ এপ্রিল বীরভূমের বোলপুর ডাকবাংলো মাঠে বেলা ৩টের বীরভূম লোকউৎসবের উদ্বাধন হলো সম্মা উদ্যায়। এদিন এই লোকউৎসবের উদ্বাধন করেন জেলাশাসক বিনিন রায়। উপস্থিত ছিলেন বোলপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক নীলুফা পারভীন সহ অন্যান্যরা। রাজ্যের ক্ষুদ্র ছোটো ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র দফতর ও ইউনেস্কোর তত্ত্বাবধানে রূপাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোল গানি, ছৌ নৃত্য ও রায়বৈশের আয়োজন রাখা হয়েছে।

# ইউনেস্কোর পরিচালনায় তাম্রলিপ্ত রাজবাড়িতে সুভাষ শ্রদ্ধাঞ্জলি ও মহা সম্মেলন



নিজস্ব প্রতিনিধি— পূর্ব মেদিনীপুরের একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান তমলুক। যার আদি নাম নাম তাম্রলিপ্ত। যেখানে ইতিহাস, সাহিত্য, বাণিজ্য, পুরাণ সব মিলেমিশে একাকার হয়ে রয়েছে।

রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত তমলুকের ভূমিগর্ভে তাম্রলিপ্ত বন্দরের ধ্বংসাবশেষ নিহিত আছে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে জাহাজে করে সিংহল গিয়েছিলেন। আবার সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ তাম্রলিপ্ত বন্দর নগরে এসেছিলেন। সম্রাট অশোক নিজ কন্যা ও পুত্রকে সিংহল পাঠিয়েছিলেন প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে। এইসব কথা ইতিহাসের পাতায় লিখিত আছে। অনেকেরই হয়তো জানা নেই, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই তাম্রলিপ্ত বন্দরে এসেই প্রথম পশ্চিমমাত্রার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর বন্ধু গৌরদাসকে লেখা একটি চিঠিতে এই কথা উল্লেখ রয়েছে। এমনকী পরাধীন ভারতের প্রথম স্বাধীন সরকার তৈরির সঙ্গেও এই তাম্রলিপ্ত শহরের যোগাযোগ রয়েছে। যেখানে পরাধীন ভারতে পা ফেলেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তমলুকের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এখানকার রাজবাড়ি। যার ইতিহাস বহু প্রাচীন। কথিত আছে, মহাভারতের দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় প্রতিযোগী ছিলেন এই রাজবাড়ির সদস্য। বৃষ্টিষ্টির রাজসূয় যজ্ঞের যোদ্ধা আটক করেছিলেন তাম্রধ্বজ, কৃষ্ণ অর্জুন এসে সমাধান করেছিলেন। এই রাজবাড়ির ধর্মীয় প্রাণকেন্দ্র বর্গভট্টা মন্দির। যা সতীর পীঠস্থান।

নানান কাহিনি উপাখ্যানের সঙ্গে জড়িত তমলুকের এই প্রাচীন রাজবাড়িতে গত ১০ এবং ১১ এপ্রিল (২০২৩) অনুষ্ঠিত হল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর তাম্রলিপ্ত রাজবাড়িতে আগমনের ৮৫তম বর্ষপূর্তির স্মরণে এক বিশেষ অনুষ্ঠান।

ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের জাতীয় পতাকা

## মেদিনীপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী সুস্বাদু মুগের জিলিপি ও পাটিসাপটা খেয়ে আপ্সুত ইউনেস্কো প্রতিনিধি দল

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক, ১২ এপ্রিল— ইউনেস্কো প্রতিনিধি দলকে মূলত অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার সংব রুকের বেলকী গ্রামের মিষ্টি প্রস্তুত করার শ্রীকান্ত সাত্তার গাওয়া খি দিয়ে তৈরি মুগের জিলিপি ও মোচার চপ পরিবেশন করা হয়। সেই সঙ্গে মেদিনীপুর থেকে গৃহবধূ পায়েল পালের নিজ হাতে গড়া খি দিয়ে তৈরি পাটিসাপটা এবং ঘুঘনি পরিবেশন করা হয়। খাবার পরিবেশন করতে মাসির পাত্র সতেজ কলাপাতার প্লেট, সবুজ শালপাতার বাটি ও তালপাতার চামচ ব্যবহার করা হয়। ইউনেস্কোর ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, এই ধরনের গ্রীন ও সুস্বাদু খাবার খেয়ে তাঁরা সবাই খুশি। রাজপরিবারের সদস্য তথা তাম্রলিপ্ত পুরসভার চেয়ারম্যান ড. দীপেন্দ্রনারায়ণ রায় ও রাণী মান্দিনী দেবী বলেন এই ধরনের মেদিনীপুরের আদি মুখরোচক ও সুস্বাদু খাওয়ার আমাদের এই অনুষ্ঠানে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সংস্থার সম্পাদক অধ্যাপক প্রবণ সাহ বলেন আমাদের চিরাচরিত এবং ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলি বিশ্বদুঃ, সুস্বাদু ও স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে বিদেশী ও দেশীয় প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরা এবং পরিবেশন করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

উত্তোলন করে প্রতি দেশের জাতীয় সংগীত গাওয়ার পর মূল মধ্যে তমলুক রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সারাদন্দ্রজি মহারাজ শ্রদ্ধাঞ্জলিপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। বরণ করে নেওয়া হয় নেপাল, ভুটান, কোরিয়া, জাপান, বাংলাদেশ, ভারত প্রভৃতি দেশের সম্মানীয় অতিথিদের।

মুকুল বসু, ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইউনেস্কো গোয়াংজু জিওম্যা অ্যাসোসিয়েশন, কোরিয়া মনোজ্ঞ ভাষণ দেন সম্মিলিত মানব সভ্যতার স্বপক্ষে। সিস্টার নির্বেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, আর্থায়নের ৮৫তম বর্ষ উদযাপন ‘সুভাষ স্মরণ সংখ্যা’ গ্রন্থ প্রদর্শিত হয় তাম্রলিপ্ত রাজবাড়ির প্রাচীন ঐতিহ্যময় কাহিনি চিত্র। পরিচালনা করেন অধ্যাপক প্রবণ সাহ, অধ্যাপক সুদীপ্ত মাইতি এবং তাঁর সহযোগীবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয় লোকসংস্কৃতির আন্তর্জাতিক গবেষক ড. চিত্তরঞ্জন মাইতিকো।

মহম্মদ সেলিম রেজা, জয়িতা মাইতি, রাজেন্দ্র উপাধী প্রমুখ। অতিথিদের অর্থজানা জানান তাম্রলিপ্ত রাজবাড়ির বর্তমান প্রতিনিধি ড. দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়। সমগ্র অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন বর্ষাধীন কৃষিবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. কাঞ্চনকুমার ভৌমিক। ভারত ও বাংলাদেশের প্রাচীন পটচিত্রের উৎস, বিকাশ, বিবর্তনের ইতিহাস তুলে ধরেন লোকসংস্কৃতি গবেষক ড. চিত্তরঞ্জন মাইতি। সহযোগিতা করেন নিখিলচন্দ্র দাস (বাংলাদেশ), বাহাদুর চিত্রকর, কাঞ্চনচক্রবর্তী (ভারত)।

অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর তাম্রলিপ্ত রাজবাড়িতে আগমনের ৮৫তম বর্ষ উদযাপন ‘সুভাষ স্মরণ সংখ্যা’ গ্রন্থ প্রদর্শিত হয় তাম্রলিপ্ত রাজবাড়ির প্রাচীন ঐতিহ্যময় কাহিনি চিত্র। পরিচালনা করেন অধ্যাপক প্রবণ সাহ, অধ্যাপক সুদীপ্ত মাইতি এবং তাঁর সহযোগীবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয় লোকসংস্কৃতির আন্তর্জাতিক গবেষক ড. চিত্তরঞ্জন মাইতিকো।

## কলকাতার বহুতলে লিফটের তার ছিঁড়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি— তৃতীয় তলা থেকে তার ছিঁড়ে সজোরে লিফট এসে পড়লো একতলায়। মৃত্যু হলো লিফট অপারেটরের। মহানগরী কলকাতার বুকে একটি বহুতলে ঘটলো এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। লিফট ভেঙে পড়ে মৃত্যু হল ওই লিফট অপারেটরের। বুধবার সকালে ঘটনায় তীর চাঞ্চল্য ছড়ায় কলকাতার শেখরপাড়ার সর্গির কমার্সিয়াল বিল্ডিংয়ে। ঘটনাস্থলে দমকল এবং রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী গিয়ে পৌঁছয়। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম রহিম খান। ওই বিল্ডিংয়ের লিফটটিতে রক্ষাব্যবস্থার কাজ চলছিল। লিফট অপারেটর রহিমের তত্ত্বাবধানেই কাজ করছিলেন কর্মীরা। ঠিক মতো কাজ হচ্ছে কিনা, তা দেখতে লিফটের ফাঁকা অংশ দিয়ে মাথা গলিয়েছিলেন তিনি। আর তখনই ঘটে ওই মর্মান্তিক

দুর্ঘটনা। তৃতীয় তলা থেকে তার ছিঁড়ে একতলায় পড়তেই গলার অধেক অংশ কেটে যায় ওই লিফট অপারেটরের। বেরিয়ে আসে জিভ। পুলিশের তরফে জানানো হয়, মৃত্যু হয়েছে রহিমের। তাঁর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। তবে লিফটের নিচে দেহটি এমনভাবে আটকে যায় যে, তা উদ্ধার করতে বেশ বেগ পেতে হয়। অনেকেরই দাবি, দাঁড়ান ধরে লিফট সমস্যা চলছে। ঠিকাকতো রক্ষাব্যবস্থারও করা হয় না। এমনকী গোটা বিল্ডিংটিও সঠিক রক্ষাব্যবস্থায় হয় না। বারবার বলেও লাভ হয়নি। মাঝেমাঝেই লিফট খারাপ হয়ে যায়। চরম দুর্ভাগ্যে শিকার হতে হয় কর্মচারীদের। বিপত্তি ঘটায় ধর্মটানুহলে পৌঁছয় দমকল বাহিনীর সদস্যরা এবং রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

# শীতলকুচি গুলি কাণ্ড আগাম জামিন পেলেন সিআইএসএফের ৬ জওয়ান

অর্ণব সাহা

জলপাইগুড়ি, ১২ এপ্রিল— শীতলকুচি গুলি কাণ্ডে আগাম জামিন পেলেন সিআইএসএফের ৬ জওয়ান। বুধবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেষ্টে বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ এবং শম্পা দত্ত পালের ডিভিশন বেষ্ট ৬ জওয়ানের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছেন। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফার ভোটের দিন কোচবিহারের শীতলকুচির একটি ভোটগ্রন্থ কেন্দ্রে ভোট লুটের অভিযোগ ওঠে। যে ঘটনায় নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকা সিআইএসএফ জওয়ানদের গুলিতে ৪ জনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার তদন্তে নামে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। শীতলকুচির বুথে যে ৬ সিআইএসএফ জওয়ান গুলি চালিয়েছিলেন, তাঁরা ২০২১ সালের ২০ ডিসেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ির সার্কিট বেষ্টে আগাম জামিনের আবেদন করেন। সেদিন মামলার শুনানি হয়েছিল বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর ডিভিশন বেষ্টে। তবে, সার্কিট বেষ্ট সেই আগাম জামিনের আবেদন স্থগিত করে দিয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে সিআইডি মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া চালিয়েছে। বুধবার কোলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেষ্টে ফের আগাম জামিনের মামলার শুনানি

ছিল। তবে, এ দিন মামলাটির শুনানি ছিল বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ এবং বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের ডিভিশন বেষ্টে। এই শুনানিতে শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করে ডিভিশন বেষ্টে।

সিআইএসএফ জওয়ানদের তরফে সংওয়াল করা ডেপুটি সলিসিটার জেনারেল সুদীপ্ত মজুমদার বলেন, গত বিধানসভা ভোটে শীতলকুচির একটি বুথে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়। জওয়ানরা তখন প্রথমে লাঠি চালায়। পরে গুলি চালাতে বাধ্য হয় এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে ৪ জনের মৃত্যু হয়। এর পরে রাজা পুলিশ সিআইএসএফের ৬ জন জওয়ানের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করে। তার প্রেক্ষিতেই আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন জওয়ানরা। হাইকোর্ট সেই আবেদন মঞ্জুর করেছেন। জলপাইগুড়ি সার্কিট বেষ্টে সারদার আইনজীবী অদিতিশঙ্কর চক্রবর্তী বলেন, তদন্তের জন্য সিআইএসএফের জওয়ানদের অন্তত ৬ বার ডাকা হয়েছিল। কেবলও আনেননি। যে মোবাইল এবং সিনি চিঠির ফুটজ তদন্তকারীরা সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলিতে নানা অসঙ্গতি আছে। তাই জওয়ানদের জিজ্ঞাসাবাদে ডাকা হয়েছিল। কেবল ফাইনাল রিপোর্ট তৈরির জন্য জওয়ানদের বয়ান প্রয়োজন তা এ দিন কোর্টও মেনেছে।







# খবরের সাত সতেরো

# ‘কুস্তলের অভিযোগপত্র নিয়ে ব্যবস্থা নিতে পারবে না পুলিশ-নিম্ন আদালত’

মোল্লা জসিমউদ্দিন

সাপ্তাহিক সময়কালে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত কুস্তল ঘোষ কখনো সংবাদমাধ্যমের সামনে আবার কখনো বা নিম্ন আদালতের কাছে দুই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-ইন্ডির বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন। জেলখানায় বসে ইউ এবং সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে চিঠি লিখেছিলেন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত কুস্তল ঘোষ। তাঁর অভিযোগপত্র প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারের মাধ্যমে পাঠানো হয় হেস্টিংস থানায়। বৃথবার সেই অভিযোগপত্র সিবিআই এবং ইউির হাতে তুলে দিতে বলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সম্প্রতি দুই কেন্দ্রীয় সংস্থার ওপর চাপ বাড়াতে হেস্টিংস থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন নিয়োগ দুর্নীতিতে অন্যতম অভিযুক্ত কুস্তল ঘোষ। তবে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে রাজা পুলিশ কেনও পদক্ষেপ করতে পারবে না বলে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। গত মঙ্গলবারই প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারের মাধ্যমে হেস্টিংস থানায় অভিযোগ দায়ের করেন কুস্তল ঘোষ। শুধু মৌখিক অভিযোগ নয়। একেবারে হেস্টিংস থানা এবং নিম্ন আদালতের বিচারককে চিঠি লিখেছিলেন অভিযুক্ত কুস্তল ঘোষ। সেই চিঠিতে নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত জেলবন্দি কুস্তল লিখেছেন, ‘তাকে অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দলের নেতাদের নাম বনানোর জন্য চাপ দিচ্ছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি’। বৃথবার সেই চিঠি আদালতে চেয়ে পাঠালেন অভিজিৎ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। কুস্তল যে অভিযোগ করেছেন, তাকে ভয়ঙ্কর প্রবণতা বলে এদিন আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কেন্দ্রীয় আর্থিক তদন্তকারী সংস্থা ইউি। সব শুনে ওই চিঠি বৃথবার দুপুরের মধ্যেই আদালতে চেয়ে পাঠান বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতার পুলিশ কমিশনার ও নিম্ন আদালতের কাছে এই নির্দেশ

## নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে সাময়িক স্থিতাবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি— বৃথবার দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে ছিল নিয়োগ দুর্নীতি মামলার আপিল পিটিশনের শুনানি। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরি হারিয়েছেন নবম ও দশম শ্রেণির ৯৫২ জন শিক্ষক, গ্রুপ সির অসংখ্য এবং গ্রুপ ডির ৮৪২ জনের। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে যান সুপ্রিম কোর্টে চাকরিহারারা। এদিককার শুনানিতে কাল্ট না জট। আপাতত স্থিতাবস্থা বজায় রাখল সুপ্রিম কোর্ট।

পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত ঝুলেই রইল চাকরিহারাদের ভাগ্য। এদিন সুপ্রিম কোর্টে চাকরিহারাদের আইনজীবীরা জানান, ‘তাদের চাকরি বাতিলের প্রক্রিয়া বৈধ নয়’। সর্বোচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণ, ‘এই মামলায় আপাতত স্বপদে বহাল চাকরিহারারা’। তবে আইনজীবী বিকাশগুপ্তন ভট্টাচার্য সেই দাবি খারিজ করেছেন। তিনি ‘সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপাতত স্বপদে বহাল চাকরিহারাদের। আবার তাদের চাকরি নিয়ে পরবর্তী কোনও পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। তার ফলে এখনও বজায় রইল জটিলতা’। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী বৃথবার।

জানিয়ে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে আদেশনামায়। গত ২৯ মার্চ শহিদ মিনারের সভায় অভিযেক বলেছিলেন, ‘সারাদার সময়ে মাদন মিত্র,

কুশাল ঘোষকে চাপ দেওয়া হয়েছিল অভিযেকের নাম বলতে। সেই থেকে চলছে। পারেনি।’ ঠিক তার পরের দিন অর্থাৎ ৩০ মার্চ কুস্তল অভিযোগ করেন, তাকে অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দলের উপরের বারির নেতাদের নাম বনানোর জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। গত সপ্তাহে এই কুস্তল আবার চিঠিও লেখেন। এদিন সেই চিঠিই আদালতে চেয়ে পাঠালেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইউি-র দাবি, ‘তদন্তের মোড় ঘোরাতেই সুচিন্তিতভাবে এই কাজ করা হচ্ছে’। গত মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ইউি। ‘তদন্তকারীদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ?’ সেটাই জানতে চায় ইউি। শুধু থানায় নয়, আলিপুর আদালতের বিচারকের চিঠি লিখেও এই একই অভিযোগ জানিয়েছিলেন ধৃত কুস্তল ঘোষ। কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ? তা জানতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টেরদ্বারস্থ হয় ইউি। এদিন অন্তর্বর্তী নির্দেশে হাইকোর্ট এর সিঙ্গেল বেঞ্চ জানিয়েছে, ‘কুস্তল ঘোষের অভিযোগ পত্রের ভিত্তিতে নিম্ন আদালত ও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না’। নিম্ন আদালতে জমা দেওয়া কুস্তল ঘোষের অভিযোগপত্র মঙ্গলবারের মধ্যেই হাইকোর্টে পেশ করার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা বিচারককে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। এছাড়াও, হেস্টিংস থানার অভিযোগ পত্রও আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে। ইউির দাবি, প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারের মাধ্যমে হেস্টিংস থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন ধৃত বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা। এদিন কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ে এজলাসে জানান, ‘এটা মারাত্মক প্রবণতা’। তিনি বলেন, ‘তদন্তকারী আধিকারিকদের হুমকি দেওয়া এবং তদন্তের গতি স্তব্ধ করার জন্য এসব করা হচ্ছে। ন্যায় বিচারের স্বার্থে এসব বন্ধ করতে হবে’।

## মৃদু ভূকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরবঙ্গের কিছু অংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি— মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দক্ষিণ দিনাজপুর। উত্তর দিনাজপুর, মালদা, এবং শিলিগুড়ির আশেপাশে এই কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সেসমোলজি। জানা গিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল শিলিগুড়ির থেকে ১৪০ কিমি দক্ষিণপশ্চিমে বিহারের পূর্ণিয়ায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিমি গভীরে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি। এদিকে এই ভূমিকম্পের বিচারে পূর্ব নেপাল এবং বাংলাদেশের উত্তরেও অবিস্তার কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ন্যাশনাল সেসমোলজির রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ ভোর ৫টা ৩৫ এদিকে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৩।

# ২৪১ জনকে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার কমিটি ঘোষিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ১২ এপ্রিল— দীর্ঘ প্রতিক্ষা বা অপেক্ষার অবসান। অবশেষে প্রায় দু’বছর পরে বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষিত হল বৃথবার। বহরমপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ২৪১ জনের কমিটি ঘোষণা করেন দলের সভানেত্রী শীওনি সিংহ রায়। সঙ্গে ছিলেন দলের একাধিক বিষায়ক, শাখা সংগঠনগুলির সভাপতি এবং প্রথম সারির জেলা নেতৃত্ব। যে কমিটি এদিন ঘোষিত হয়, তাতে দলের জেলা সভানেত্রী এবং জেলা চেয়ারম্যান ছাড়াও রয়েছেন ১৫জন বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য, আমন্ত্রিত সদস্য রয়েছেন ২০ জন, সহ সভাপতি রয়েছেন ৮ জন, সাধারণ সম্পাদক এবং সম্পাদক পদে রয়েছেন ১২০ জন, সাধারণ সদস্য হিসাবে রয়েছেন ৪৬ জন। এছাড়াও মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সমস্ত কার্যক্ষম ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে রাখা হয়েছে। বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্যদের মধ্যে বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার ১১জন বিধায়ক, বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদের সভাপতি রয়েছেন। অন্যদিকে আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে ২০ জনের তালিকায় রয়েছেন দলের সমস্ত শাখা সংগঠনের সভাপতি এই সাংগঠনিক জেলা থেকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য কমিটিতে জায়গা পাওয়া দু’জন এবং চারটি পুরসভার চারজন চেয়ারম্যান। তবে এই তালিকায় তিনজনের নাম থাকলেও, তারা কোন পদে রয়েছেন, তা উল্লেখ নেই। সাধারণ সদস্য হিসাবে যে ৪৬ জনকে রাখা হয়েছে, তাদের প্রায় সবাই নতুন মুখ। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে মুর্শিদাবাদের দুই সাংগঠনিক জেলার পূর্ণাঙ্গ কমিটি আজ প্রকাশের ফলে দলের নেতা



ও কর্মীরা বাড়তি অজ্ঞেজন নিয়েই ভোটের ময়দানে লড়াইতে সামিল হতে পারবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

যদিও এদিন তালিকা প্রকাশের সময় একঘর সাংবাদিক এবং ততোধিক নেতৃত্বের সামনে হঠাৎই উঠে চলে যান বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান তথা মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রের সাংসদ আবু তাহের খান। সাংবাদিকদের সামনেই তিনি বলে ওঠেন, তাকে আগে থেকে না জানিয়ে এবং তালিকা না দেখিয়ে প্রশংসা করা হচ্ছে। এরপর তিনি সাংবাদিক সম্মেলনের জায়গা থেকে উঠে পাশের একটি ঘরে চলে

যান। সেখানে বসে তিনি সাংবাদিকদের সামনে ফোকো উগরে দিয়ে বলেন, ‘শেষ মুহুর্তে ওই তালিকাটি যখন প্রকাশ হচ্ছে, তখনই আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র প্রকাশ করার জন্য তালিকাটি আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তালিকা প্রকাশ করার জন্য সাংবাদিক সম্মেলন করা, এটার সঙ্গে আমি একমত নই। কারণ তালিকা যখন হচ্ছে, তখন জেলার নেতারা কে কোন পদে আছেন, কার কি অবস্থান, কমিটিতে ভাবে কে কোথায় থাকবে অন্তত পক্ষে সেটুকু দেখা একজন জেলা চেয়ারম্যানর হিসাবে আমার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে

## দেশের মধ্যে দরিদ্রতম মুখ্যমন্ত্রী মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি— দেশের মধ্যে একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেখানো তো জানাই ছিল। বৃথবার অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর) জানিয়ে দিল দেশের তিরিশজন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। মুখ্যমন্ত্রীর জীবনখাপনে ‘গ্লেন লিভিং...’ বিষয়টির কথা সকলেই জানেন। কিছুদিন আগে বাংলার অস্থায়ী রাজাপাল মেঘালয়ের বাসিন্দা লা গণেশন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি গিয়ে তাঁর স্বল্প পরিসর বাসগৃহটি দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। একসময় প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন অটলবিহারী বাজপেয়ীও মমতার বাড়িতে এসে তাঁর বৈভবহীন জীবনযাত্রার প্রশংসা করেছিলেন। রাজনৈতিক বাজ্জিৎদের পূর্বকথনের স্বীকৃতি মিলল এডিআর রিপোর্টে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের ৩০ জন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে ২৯ জনই কোটিপতি। একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই সম্পত্তির পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকা। তার ঠিক আগে দুই স্থানে রয়েছেন কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন এবং হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী লাল খুরি। তাঁদের দুজনেরই সম্পদের পরিমাণ এক কোটি টাকার সামান্য বেশি।

রাজের মুখ্যমন্ত্রীকে মুখে বহবার শোনা গিয়েছে, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর হিসেবে কোনও ভাতা নেন না। এমনকী একাধিকবার সাংসদ হলেও তার পেনশনও নেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তাঁর নিজের লেখা বই থেকে যে রিয়্যালিটি পান, তাতেই তাঁর জীবন নির্বাহ হয়ে যায়। সাাদা খোরের শাড়ি, পায়ে হাতুয়াই চটি পরা মুখ্যমন্ত্রীকে চিরকালই সাদামাটি ইমেজই দেখতে অভ্যস্ত রাজসভায়। তাঁর ব্যবহারের গাড়িটিও তেমনকিছু দামী ব্র্যান্ডের নয়। সব মিলিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে বিলাসের বাস্তবা একবারেরই নাই।

এই বাস্তবচিত্রেই সিলমোহর পড়ল বৃথবারের রিপোর্টে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের মধ্যে নিজস্ব সম্পত্তি সবচেয়ে বেশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ধনী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রয়েছেন অজ্ঞপ্রবর্তের ওয়াই এস জগমোহন রেড্ডি। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৫১০ কোটি টাকারও বেশি। সম্পদের নিরিখে এরপরেই স্থান অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাম্বুং। তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ১৬৩ কোটি টাকা। সম্পদের তালিকায় ওপরের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৬৩ কোটি। শুধু গচ্ছিত সম্পদই নয়, দেশের বহু মুখ্যমন্ত্রীর বিস্তার ধারণনোও রয়েছে। এই ঋণগ্রহীতার তালিকায় সবার শীর্ষে আছে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও। বাজারে তাঁর ঋণের পরিমাণ ৮ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন কটকের বাসবরাজ বোম্মাই। তাঁর ধারের পরিমাণ ৫ কোটি টাকা। তিন নম্বর স্থানে রয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে।

এছাড়া দেশের মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকের ক্ষেত্রেই কোনও না কোনও ফৌজদারি মামলা রয়েছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে একটিও ফৌজদারি মামলা নেই। মামলা ফাঁস সবচেয়ে বেশি রয়েছে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে সি আর-এর। তাঁর নামে ৬৪ টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে। যার মধ্যে ৩৭ টি গুরুতর।

# বহরমপুরে কংগ্রেসের আয়োজিত ইফতার মজলিসে পাঁচ শতাধিক মানুষের মাঝে অধীর চৌধুরী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ১২ এপ্রি— মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানার ভাড়াড়ি রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় হয়ে গল ইফতার মজলিস। বহরমপুর পূর্ব ব্লক কংগ্রেসের ডাকে আয়োজিত এই ইফতার মজলিসে উপস্থিত ছিলেন পাঁচ শতাধিক ধর্মপ্রাণ রোজদার। তাদের সঙ্গে একই সারিতে বসে এদিন ইফতার করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সাংসদ অধীর চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন বহরমপুর কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মনোজ চক্রবর্তী, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাপতিতি শিলাদিত্য হালদার, জেলা সম্পাদক তথা কোষাধ্যক্ষ হীরেন ভট্টাচার্য, জেলা সাংগঠনিক যুগ্ম সম্পাদক ভাস্কর বাজপেয়ী ও অরিনন্দ দাস, ভাড়াড়ি ১ গ্রামপঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান মনিশংকর মণ্ডল, বহরমপুর পূর্ব ব্লক কমিটির সাধারণ সম্পাদক অশোককুমার সরকার প্রমুখ। এছাড়াও ব্লক এবং অঞ্চল নেতৃত্বও উপস্থিত ছিলেন। এদিন অধীর চৌধুরীকে দেখতে এলাকার অসংখ্য সাধারণ মানুষ ভিড় করেন।

প্রসঙ্গত, বহরমপুর পূর্ব ব্লক কংগ্রেস এবং ভাড়াড়ি ১ অঞ্চল কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রতিবছরই ইফতার মজলিসের আয়োজন করা হয় এবং স্থানীয় সাংসদ হিসাবে অধীর চৌধুরী এই ইফতারে যোগ দি়ে থাকেন—এমনটাই জানান মনোজ চক্রবর্তী এবং বর্ষিয়ান নেতা হীরেন ভট্টাচার্য। তবে এর সঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন তা নির্বাচনের আগে



জনসংযোগের কোনও সম্পর্ক নেই বলে মন্তব্য করেন কংগ্রেসের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সাধারণ সম্পাদক অশোককুমার সরকার। তিনি বলেন, ‘অধীর চৌধুরীর সঙ্গে সারাবছরই মানুষের নিবিড় জনসংযোগ থাকে। ফলে তাঁকে আলাদা করে জনসংযোগের জন্য ইফতার মজলিসকে বেছে নিতে হয়না। প্রতিবছর যেহেতু তিনি ইফতার যোগ দেন, সেই এতিহ্য বজায় রেখে এবং এলাকার ধর্মপ্রাণ রোজদারদের আত্মরিক ডাকে গিয়ে এবারও যোগ দিলেন। আর তিনি এসেছেন শুনে রোজদাররা ছাড়াও অসংখ্য সাধারণ মানুষ ভিড় করেন ভাড়াড়ি রেলগেট সংলগ্ন এলাকায়।’

# সিকিমে বিজেপি বিরোধী জোটের তৎপরতা শুরু করল কংগ্রেস

গ্যাটেক, ১২ এপ্রিল— সিল্লির পর এবার সিকিমেও বিজেপি বিরোধী জোট গড়ে তোলার উদ্যোগ শুরু হল। বিধানসভা ভাটে একা গড়ে তুলতে সিকিমে বিজেপি বিরোধী জোটের তৎপরতা শুরু করল কংগ্রেস। সেই নম্কে মঙ্গলবার গ্যাটেকে হামরো সিকিম পাটির প্রধান তথা জাতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ভাইটুং ভুটিয়ার সঙ্গে বৈঠক করেন এআইসিসির সম্পাদক রণজিৎ মুখোপাধ্যায়। সিকিম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোপাল ছেহ্রী-সহ আতাও কয়েকজন নেতা ওই বৈঠকে অংশ নিতে হাজির হন। ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গেই সিকিমে বিধানসভা ভাটে হওয়ার কথা। সর্বমোট সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিংহ তামাং ওরফে পিএম গোলে। আগামী নির্বাচনে ভাইটুংয়ের দলের সঙ্গে জোটের সম্ভাবনা নিয়ে সারাসরি কিছু বলেননি রণজিৎ। তাঁর মন্তব্য, ‘বিজেপির মদতে সিকিমে অব্যবহ দুর্নীতি করছেন মুখ্যমন্ত্রী গোলে। এমনকি, এই সরকারের আমলে সিকিমের ঐতিহ্যবিরোধী রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ঘটনাও ঘটে চলেছে। কংগ্রেস এবং হামরো সিকিম পার্টি, ২ দলের নেতারা ই বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন।’ তিনি জানান, আগামী দিনে বিষয়টি নিয়ে একবাক্য প্রতিবাদের বিষয়ে মঙ্গলবারের বৈঠকে ভাইটুংয়ের সঙ্গে তাঁর কথা হয়।

প্রসঙ্গত, তৃণমূলের টিকিটে ২০১৪ সালের লোকসভা ভাটে দার্জিলিং কেন্দ্রে রেখেছিলেন ভাইটুং। এরপর ২০১৬ সালের বিধানসভা ভাটেও শিলিগুড়ি থেকে জোড়াফুল চিহ্নে পরাজিত হন। ২০১৮ সালে তৃণমূল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন তিনি। ওই বছরই এপ্রিলে নতুন দল হামরো সিকিম পার্টি গড়ার কথা ঘোষণা করেন। ২০১৯ সালের বিধানসভা ভাটেই সিকিমের ২৩ আসনে লাড়ে একটিতেও জিতে পারেনি ভাইটুংয়ের দল। প্রাক্তন জাতীয় ফুটবল অধিনায়ক গ্যাটেক এবং তুয়েন-লিঞ্জি কেন্দ্রে লাড়ে ২ জায়গাতেই হেরে যান।

# স্বস্তি দিল খুচরো মুদ্রাস্ফীতি, ১১ মাসে সর্বনিম্ন খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার

দিল্লি, ১২ এপ্রিল— স্বস্তি দিয়ে কমল খুচরো মুদ্রাস্ফীতি। বাজারে মূল্যবৃদ্ধির আঁচ কিছুটা কমায ইশততে মেলে বৃথবার। এই বছর প্রথমবার খুচরো বাজারে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসার ফলেই মুদ্রাস্ফীতি কমেছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। অক্টোবরে দেশের খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৭৭ শতাংশ। সোমবার প্রকাশিত পরিসংখ্যান বলছে, নভেম্বরে তা ৫.৮৮ শতাংশে নেমে আসে। গত তিসেখ্বরে তা আরও কমে ৫.৭১ শতাংশে পৌঁছয়।

তবে এরপর খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধির হার আবার আবার উর্ধ্বমুখী হতে শুরু করে। জাতীয় পরিসংখ্যান দফতরের রিপোর্ট জানাচ্ছে, মার্চ মাসে খাদ্যদ্রব্যের বাজারেও মূল্যবৃদ্ধির হার কমে ৪.৭৯ শতাংশ হয়। ফ্রেব্রুয়ারিতে তা ছিল ৫.৯৫ শতাংশ। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রিসিভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অনুযায়ী, মূল্যবৃদ্ধির হার ২ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে থাকতে তা সহনীয় হয়। খুচরো পণ্য এবং খাদ্যদ্রব্যে মূল্যবৃদ্ধির হার কমায় শেয়ার বাজার আবার কিছুটা চান্দা হতে পারে বলে আশা।

# ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত মৌখিক আইনী রক্ষাকবচ পেলেন মলয় ঘটক

নিজস্ব প্রতিনিধি— আগামী ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত দিল্লি হাইকোর্টের তরফে মৌখিক আশ্রয় পেলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক। কয়লা পাচার মামলায় আতাও কিছুদিনের জন্য ‘রক্ষাকবচ’ পেলেন তিনি। আগামী ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না। মৌখিক নির্দেশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট। কয়লা পাচার মামলায় রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটককে তলব করেছে ইউি। হাজিরা এজিতে দিল্লি হাইকোর্টেরদ্বারস্থ হল মলয় ঘটক। বৃথবার সেই মামলায় রাজ্যের মন্ত্রী-বিধায়কদের জন্য নির্ধারিত বিশেষ বেঞ্চে। দিল্লি হাইকোর্ট এদিন মলয় ঘটকের মামলায় নোটিস জারি করে ইউির বক্তব্য জানতে চেয়েছে। কীসেই ভিত্তিতে তলব করা হয়েছে মলয় ঘটককে। জালতে চায় আদালত। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ২৬ এপ্রিল। ততদিন পর্যন্ত মলয়ের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না। ইউিকে মৌখিক নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। প্রসঙ্গত, গতমাসের শেষের দিকে কয়লা পাচার কাণ্ডে দিল্লিতে তলব করে ইউি। ডাকা হয় তাঁর আশু সহায়ককেও। গত ২৯ মার্চ মলয়কে দিল্লির প্রত্যাবর্তন ভাবনে ডাকা হয়। কিন্তু সেন্নিন হাজিরা দেননি রাজ্যের আইনমন্ত্রী। তবে দিল্লি হাইকোর্টেরদ্বারস্থ হন। প্রথম দফায় ১২ এপ্রিল অর্থাৎ বৃথবার পর্যন্ত তাঁকে রক্ষাকবচ দেয় দিল্লি হাই কোর্ট। এবার আরও ১৪ দিনের জন্য স্বস্তি পেলেন তিনি। উল্লেখ্য, গত বছরের সেপ্টেম্বরে কলকাতা ও আসানসোল মলয় ঘটকের একাধিক বাড়িতে হানা দেয় সিবিআই। মন্ত্রীর কলকাতার সরকারি আবাসনকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে। বেশ কয়েকজন ইসিএল আধিকারিকের গোত্রায়ির পর মলয়ে ঘটকের বিরুদ্ধে কয়লা পাচার তদন্তে নেমেছে সিবিআই। একই সঙ্গে মামলায় মলয় ঘটক এখন ইউি নজরে। আগামী ১৬ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে বলে জানা গেছে।

## একটা দিন জুড়লে লম্বা বেড়াতে যাওয়াও নিশ্চিত

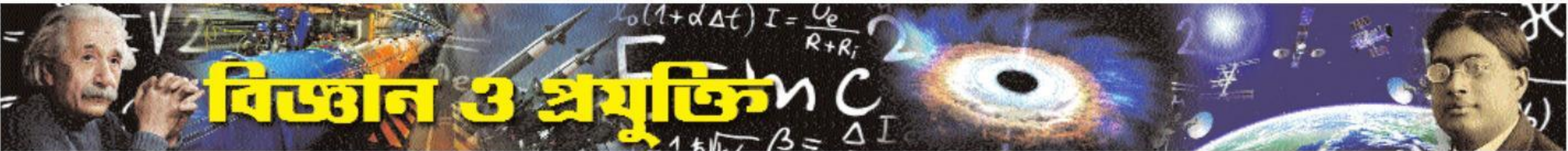
নিজস্ব প্রতিনিধি— পর পর চার সপ্তাহে লম্বা ছুটির সুযোগ রয়েছে, আর পঞ্চম সপ্তাহে আতাও লম্বা করা যাবে ছুটি। তবে তার জন্য একটা দিন ম্যানেজ করতে হবে। বহু শুরুর অনেক আগেই রাজ্য সরকারের অর্থ মন্ত্রক সরকারি ছুটির তালিকা প্রকাশ করে দেয়। তাতে এই বছর একাধিক উপলক্ষে অতিরিক্ত ছুটি দেওয়া হয়েছে। সেই ছুটির প্রাপ্তি রয়েছে চলাতি মাসেও। প্রথম ছুটি শুরু হচ্ছে আগামী শুক্রবার ১৪ এপ্রিল। সে দিন বিআর অফিসদরদের জন্মদিন উপলক্ষে ছুটি রয়েছে রাজ্যে, পরের দিন শনিবার। পর্যা়া বৈশাখের ছুটিটা নষ্ট। এরপর রবিবার মিলিয়ে টানা তিন দিনের ছুটি তো থাকছেই। পরের সপ্তাহের শুক্রবারও ছুটি। ইদ টল ফিরতে উপলক্ষে পর পর দু’দিনের ছুটি দিয়েছে রাজ্য সরকার। ২১ ও ২২ এপ্রিলের পরে ২৩ এপ্রিল রবিবার। তার পরের সপ্তাহে ২৯ ও ৩০ এপ্রিল ব্যাক্রমে শনি ও রবিবার। পরের দিন সোমবার সে দিবসের ছুটি। ৫ মে শুক্রবার বুদ্ধ পূর্ণিমা। পরের শনি ও রবি তো ছুটি রয়েছে। সোমবারটা অফিস ম্যানেজ করতে পারলে মঙ্গলবার পর্যন্ত টানা পাঁচ দিনের ছুটি হতে পারে। কারণ, মঙ্গলবার ২৫ বৈশাখ। রবীন্দ্র জয়ন্তীর ছুটি।

## দুয়ারে সরকার শিবিরে ১০ দিনে জমা রেকর্ড সংখ্যক আবেদনপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি— ১০ এপ্রিল দুয়ারে সরকারের ষষ্ঠ সংস্করণের প্রথম পর্বেই শেষ হয়। নবায় সূত্রে খবর, এই ১০ দিনের শিবিরে ব্যাপক জমা মিলেছে। তথা পরিসংখ্যান তেমনটাই বলছে বলে দাবি করেছেন রাজ্য সরকারের এক আধিকারিক। প্রশাসন সূত্রে খবর, সবচেয়ে বেশি আবেদন জমা আবেদন বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের জন্য। সংখ্যাটি ১৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯৩৫টি। লক্ষ্মীর ভাতারের জন্য আবেদন জমা পড়েছে ৭ লক্ষ ২০ হাজার ৯৮৬টি। আগামী ১১-২০ এপ্রিল পর্যন্ত দুয়ারে সরকার শিবিরে গৃহীত আবেদনের ভিত্তিতে পরিষেবা প্রদানের সময়সীমা ধার্য ছিল। সেই সময়সীমা বাড়িয়ে আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত করা হয়েছে।

টেডার
<div><b>TENDER</b></div>
E-Tender Ref. No. MRBH/689 is invited by the Superintendent for “Supply of Orthopaedic Implants”. Bid submission end date is <b>30-04-2023</b> . Details may be available from <b>www.wbtenders.gov.in</b> & Tender ID: 2023 CU 506857.1), (E-Tender ID: 2023 CU 506894.1) and E-Tender No. E-Tender/Eng /CT-12/ 23-24 & Tender ID: 2023 CU 506898.1), (E-Tender No. E-Tender/Eng /CT-15/ 23-24 & Tender ID: 2023 CU 507129.1), (E-Tender No. E-Tender/Eng /CT-16/ 23-24 & Tender ID: 2023 CU 507201.1), (E-Tender No. E-Tender/Eng /CQ-17/ 23-24 & Tender ID: 2023 CU 507362.1), (E-Tender No. E-Tender/Eng /CT-18/ 23-24 & Tender ID: 2023 CU 507201.1), (E-Tender No. E-Tender/Eng /CT-19/ 23-24 & Tender ID: 2023 CU 507341.1) dt. 10-04-2023. For details pl. visit: <b>wbtenders.gov.in</b>





# ব্রহ্মস মিসাইলকে কেন ‘গেম চেঞ্জার’ বলা হচ্ছে?

### অসীম সুর চৌধুরী

বহুরথানেক আগে (জানুয়ারি ২০২২) সংবাদপত্রের একটা খবরে ভারতবাসীরা একই সঙ্গে চমকিত ও গর্বিত দুটোই হয়েছিল। ফিলিপিন ৩৭৫ মিলিয়ন ডলার খরচ করে ভারতের কাছ থেকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ গতিসম্পন্ন ক্রুজ মিসাইল ‘ব্রহ্মস’ কিনারে। এই ব্যাপারে দুই দেশের মধ্যে একটা চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে ২৮ জানুয়ারি, ২০২২। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আরও অনেক দেশ, যারা চিনের দাদাগিরিতে অতিষ্ঠ, তারাও ব্রহ্মস কেনার লাইনে রয়েছে। অপেক্ষারতদের মধ্যে সর্বপ্রথমে রয়েছে ‘ইন্দোনেশিয়া’, যার সঙ্গে কথাবার্তা অনেক দূর গড়িয়েছে। ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশও সমান আগ্রহী। এছাড়া ইজিপ্ট, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, চিলি, ব্রুনাই সহ বেশ কিছু দেশও ব্রহ্মসের সান্নিধ্য পেতে চায়। কিন্তু কী আছে এই ব্রহ্মসে, যা এতগুলো দেশকে মোহিত করেছে? ব্রহ্মস কীভাবে তৈরি হল আর ক্রুজ মিসাইলই বা কী জিনিস। এই ব্যাপারগুলো একটু গোড়া থেকে জেনে নিই।

**মিসাইল ও এর প্রকারভেদ**

সোজা কথায় বলতে গেলে, কোনও বস্তুকে লক্ষ্যের দিকে ছুড়ে মারলে সেই বস্তুটাকে মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র বলা হয়। আর ‘গাইডেড মিসাইল’ বা ‘নির্দেশিত ক্ষেপণাস্ত্র’ হচ্ছে এমন একটা যান্ত্রিক অস্ত্র যা নিয়ন্ত্রিতভাবে কোনও লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করে।

বৈশিষ্ট্য অনুসারে মিসাইলকে নানা শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যেমন, কোথা থেকে ছোড়া হবে, কত দূরত্ব যাবে, কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে, গতিমাত্রা কেমন হবে ইত্যাদি। এদের মধ্যে গতিপথ অনুসারে মিসাইলকে দু’ভাগে ভাগ করা হয়—(১) ব্যালিস্টিক মিসাইল ও (২) ক্রুজ মিসাইল। এদের চরিত্রের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে দুটো। প্রথমত, ব্যালিস্টিক মিসাইল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে উপরে উঠে তারপর আবার বায়ুমণ্ডলের ভিতরে প্রবেশ করে। কিন্তু ক্রুজ মিসাইলের গতিপথ সবসময় বায়ুমণ্ডলের মধ্যে থাকে কখনো বাইরে যায় না। দ্বিতীয়ত, ব্যালিস্টিকের পালা ১২০০০ কিমি বা তার বেশি হতে পারে কিন্তু ক্রুজের ক্ষেত্রে সাধারণত দূরত্বটা ৫০০ কিমি ভেতরে রাখা হয়। ভারতের পৃথ্বী, ধনুস, অঘি—এরা সবাই ব্যালিস্টিক মিসাইল। আর পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতির মিসাইল ‘ব্রহ্মস’ হচ্ছে ক্রুজ পরিবারের অন্তর্গত।

ক্রুজ মিসাইলকে গতিবেগ অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা হয়—

**ক) সাবসনিক** : আমরা জানি শব্দ বাতাসে প্রায় ১১২৫ ফুট প্রতি সেকেন্ড গতিবেগ নিয়ে চলে। ক্রিমিতে পরিবর্তন করলে এটা দাঁড়ায় ১২৩৫ কিমি প্রতি ঘণ্টা। এর থেকে কম গতিবেগে যে সব মিসাইল ছোঁতে তাদের সাবসনিক বলে। ভারতের ক্রুজ মিসাইল ‘নির্ভয়’ এই গোত্রের।

**খ) সুপারসনিক** : এই শ্রেণির মিসাইলগুলোর গতিবেগের গতিবেগের চেয়ে বেশি। ব্রহ্মস ব্রক-১, ২, ৩ এরা সবাই সুপারসনিক।

**গ) হাইপারসনিক** : শব্দের থেকে পঁচাত্তণ বা তার বেশি গতিতে ছোঁতে যে সব মিসাইল তাদের হাইপারসনিক বলে। ভারতের ব্রহ্মস-২, এই শ্রেণিতে পড়ে, যার সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৯৮০০ কিমি।

**ভারতে মিসাইলের ইতিহাস**

১৯৭৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পাকিস্তান ছিল আমেরিকার পরম মিত্র। পাকিস্তানকে দেওয়া যুদ্ধবাহুরে ‘কেকরা’ মিসাইল ভারতের বেশ কিছু ঢাকাকে ধ্বংস করছিল। এই ঘটনা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছিল। যা পরবর্তীকালে আমাদের আধুনিক নিষিদ্ধ করেছিল ফরাসিরা। কিন্তু শত বয়কটেও ভারতের বিজয়রথকে থামানো যায়নি। নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে ভারত এখন সেই গুটিকয় দেশের মধ্যে একজন যারা



*জানা যাচ্ছে এক-একটা ব্রহ্মসের দাম পড়বে কমবেশি ৩৪ কোটি টাকা। অনেক দেশের মিসাইলের থেকে সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও এটা পাওয়ার জন্য বেশ কিছু দেশের আগ্রহ দেখার মতো, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো যারা ‘আশিয়ান’ নামে পরিচিত। ব্রহ্মসের গুণাবলী ও কার্যক্ষমতা এদের আকর্ষিত করেছে। বেশিরভাগ ‘আশিয়ান’ দেশ ভারতের বন্ধু আর চিনের ক্রমবর্ধমান দাদাগিরিতে এরা অতিষ্ঠ। এই দেশগুলো দক্ষিণ চিন সাগরের কাছে অবস্থিত। চিন এই এলাকাটা নিজেদের দাবি করে নানারকম অননুমোদিত কাজ করে চলেছে। তাই ‘ব্রহ্মস’ এর এই সওদা ভারতের কাছে ‘এক ঢিলে অনেক পাখি’ মারার সুযোগ এনে দিতে পারে।*

সম্বন্ধীয় প্রোজেক্ট হাতে নেওয়া হল। এটার নাম দেওয়া হয়েছিল ‘প্রোজেক্ট ডেভিল’। মিসাইলের সমস্ত রকম খুঁটিনাটি প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করাই ছিল এর লক্ষ্য। শুধু তাই নয়, এই প্রজেক্টকে যাতে সর্বোচ্চ উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য দেশের সবচেয়ে নামি প্রযুক্তি কলেজগুলোর থেকে মেধাবীদের এখানে নিয়োগ করা হল। এইভাবে মিসাইল গবেষণা চলতে লাগল। ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে তৈরি হল ‘ইন্টিগ্রেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম’ সংক্ষেপে IGMDP, যার শীর্ষে ছিলেন এমন একজন বিজ্ঞানী যাকে ভারতের আধুনিক মিসাইলের জনক বলা হয়। তিনি আর কেউ নন, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও ভারতরত্ন ড. এপিজে আবদুল কালাম। ড. কালামের তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শে পাঁচটা মিসাইলের কাজকারবার ও উন্নয়ন চলতে লাগল। এরা হল ব্রিশূল, আকাশ, নাগ, পৃথ্বী ও অয়ি।

বিজ্ঞানীদের অধ্যাবসায় ও পরিশ্রম যে বার্ষ হয়নি তার প্রমাণ হল ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে, যখন ভারতে তৈরি প্রথম মিসাইল পৃথ্বীকে সফলভাবে পরীক্ষা করা হল। এরপর ভারতের বিজয়রথ এগিয়ে চলল। কিন্তু এই পথ মসৃণ ছিল না, তাতে অনেক কষ্টা বিছানোও ছিল। ভারতের এই মিসাইল মিশনকে খুব একটা ভাল চোখে দেখেনি পশ্চিমের অনেক উন্নত দেশে। মিসাইলের উন্নয়নে তারা কোনও সাহায্য করেন না সাফ সাফ জানিয়েছিল। আমেরিকা মিসাইলের রেডার ও প্রসেসর সরবরাহ বন্ধ করে দিল। মিসাইলের জন্যে তৈরি ব্যবহৃত হওয়া ম্যাগনেসিয়াম আলয় গরুরা হতে অস্বীকার করেছিল জার্মানি। মিসাইলের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ‘গাইরোস্কোপ’ ও ‘আয়ালিগেরোমিটার’ বিক্রি নিষিদ্ধ করেছিল ফরাসিরা। কিন্তু শত বয়কটেও ভারতের বিজয়রথকে থামানো যায়নি। নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে ভারত এখন সেই গুটিকয় দেশের মধ্যে একজন যারা

সর্বোচ্চ স্তরে মিসাইল নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে।

**ব্রহ্মস-এর গুরু কীভাবে হল**

ব্রহ্মস মিসাইল তৈরি হয়েছে ভারত ও রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে। ভারতের ‘প্রতিরক্ষা ও উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা’ (DRDO) ও রাশিয়ার ‘এনপিও ম্যাশিনো স্ট্রোয়েনিয়ার’ মধ্যে ১৯৯৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তখন ২৫০ মিলিয়ন ডলার পুঁজি নিয়ে এক কোম্পানি গঠিত হয়, যার নাম ‘ব্রহ্মস এরোস্পেস’। ব্রহ্মস নামটা এসেছে মিলিতভাবে ভারতের ‘ব্রহ্মপুত্র’ নদ ও রাশিয়ার ‘মস্কভা’ নদীর নাম থেকে। এই কোম্পানিতে ভারতের হাতে রয়েছে ৫০.৫ শতাংশ অংশীদারি আর বাকিটা রাশিয়ার। এর সদর দফতর বানানো হয়েছে নতুন দিল্লিতে। এছাড়া হায়দরাবাদ, তিরুবনন্তপুরণ ও পিলানিতেও এদের ইউনিট আছে। আগামী দশ বছরে ২০০০টা ব্রহ্মস তৈরি করাই এদের লক্ষ্য। এর মধ্যে অর্ধেকই বন্ধুরাষ্ট্রগুলিতে রফতানি করা হবে। প্রথমদিকে রাশিয়া থেকে ৬৫ শতাংশ আমদানি করে ব্রহ্মস তৈরি করা হত। আর এখন ভারতই ৭৫ শতাংশ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে যা কিছুদিন পরে বেড়ে ৮৫ শতাংশ হয়ে যাবে বলে জানা যাচ্ছে।

**ব্রহ্মসের বৈশিষ্ট্য**

যে গুণের জন্য ব্রহ্মস সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হল এর গতিবেগ, যার মান ২.৮ ম্যচ (Mach)। শব্দের গতিবেগ যদি ১২৩৫ কিমি/ঘণ্টা ধরা হয় তবে সেটা ১ ম্যচ-এর সমান। তাই ব্রহ্মসের গতি শব্দের গতিবেগের ২.৮ গুণ অর্থাৎ ৩৪৫৮ কিমি/ঘণ্টা। এই কারণে একে সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল বলা হয়।

ব্রহ্মসের আরও একটা বৈশিষ্ট্য, যার জন্য এটা সর্বজনের বাহবা কুড়িয়েছে তা হল— জল, স্থল ও বায়ু,

সর্বত্রই এর অনায়াস কাজ করার দক্ষতা। মাটি, জাহাজ, বিমান ও সাবমেরিন— সব জায়গা থেকেই একে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। ২০০৫ সালে ভারতীয় নৌসেনা প্রথম তারের বাহিনীতে ব্রহ্মসকে অন্তর্ভুক্ত করে। ২০১৩ সালে বিশাখাপত্তনমের কাছে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে থাকা সাবমেরিন থেকে ব্রহ্মসকে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। ২০২১ সালে বায়ুসেনা সফলভাবে একে সুখোই (SU-৩০MKI) যুদ্ধবিমান থেকে উৎক্ষেপণ করে।

ব্রহ্মস আকাশেই পথ পাশ্চৈ চলমান লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করতে পারে। মাটি থেকে মাত্র ৫ মিটার উচ্চতায় উড়তে পারে, আবার ১৫০০০ মিটার উপরেও উঠে যেতে পারে। একেবারে নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় শত্রুর রেডারে ধরা পড়া প্রায় অসম্ভব। যদি দেখাও যায় তবে একে রোখা মুশকিল এর দূরস্ত গতির কারণে। সুপারসনিক গতিতে এটা সর্বাধিক ২৯০ কিমি যেতে পারে।

**ব্রহ্মসের নতুন সংস্করণ**  
কথায় বনে, প্রযুক্তি খেমে থাকলে তার মৃত্যু ঘটে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে না গেলে সে তখন ইতিহাস। সেই কথা মাথায় রেখে ব্রহ্মসকেও আরও বেশি আধুনিক করে তোলা হয়েছে।

**ব্রহ্মস এন.জি** : এটা হল ব্রহ্মসের পরের প্রজন্ম (Next Generation) সংস্করণ। এর গতি ও পালা আগের ব্রহ্মসের মতোই এক রাখা হয়েছে কিন্তু ওজন ও দৈর্ঘ্য কমানো হয়েছে। পুরনো ব্রহ্মসের ওজনের (৩০০০ কিলোগ্রাম) প্রায় অর্ধেক ওজন হবে এই নতুন প্রজন্মের। দৈর্ঘ্যও কমে গিয়ে হবে ৬ মিটার, যা আগে ছিল ৮.৪ মিটার। সব মিলিয়ে ব্রহ্মস এন.জি হবে খুব র়িম’। অথচ কাজ আগের মতোই করবে। শেনা ব্রহ্মছে, ২০২৪ সালের মধ্যে এটা প্রস্তুত হয়ে যাবে।

**ব্রহ্মস-২** : এটা আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রজেক্ট। ২০১৬ সালে ঠিক হয় যে ব্রহ্মসের গতি ও পালা আরও বাড়াতে হবে। সেই মতো ঠিক হয় এর গতি হবে ৮ ম্যচ (৯৮০০ কিমি প্রতি ঘণ্টা), অর্থাৎ শব্দের চেয়ে ৮ গুণ বেশি বেগে এটা ছুটে যাবে। এর পালা হবে ১০০০ কিমি। পরে আরও বাড়িয়ে ১৫০০ কিমি করাই লক্ষ্য। গতিতে এর ধারেকাছে কোনও দেশের মিসাইল যেখানে পারবে না। তবে এটা সম্পূর্ণ হতে আরও এক বছর লাগবে।

**ব্রহ্মস কেন খেলা যুরিয়ে দিতে পারে**

জানা যাচ্ছে এক-একটা ব্রহ্মসের দাম পড়বে কমবেশি ৩৪ কোটি টাকা। অনেক দেশের মিসাইলের থেকে সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও এটা পাওয়ার জন্য বেশ কিছু দেশের আগ্রহ দেখার মতো, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো যারা ‘আশিয়ান’ নামে পরিচিত। ব্রহ্মসের গুণাবলী ও কার্যক্ষমতা এদের আকর্ষিত করেছে। বেশিরভাগ ‘আশিয়ান’ দেশ ভারতের বন্ধু আর চিনের ক্রমবর্ধমান দাদাগিরিতে এরা অতিষ্ঠ। এই দেশগুলো দক্ষিণ চিন সাগরের কাছে অবস্থিত। চিন এই এলাকাটা নিজেদের দাবি করে নানারকম অননুমোদিত কাজ করে চলেছে। তাই ‘ব্রহ্মস’ এর এই সওদা ভারতের কাছে ‘এক ঢিলে অনেক পাখি’ মারার সুযোগ এনে দিতে পারে। কিন্তু কী সেই সুযোগ?

**\*\*** এটা বিক্রি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে ভারত।

**\*\*** ভবিষ্যতে ওই বহুদেশগুলোকে নিয়ে একটা জোট তৈরি হলে চিনের ওপর চাপ বাড়বে।

**\*\*** চিনের বেশিরভাগ জ্বালানি তেল ও অ্যান্য সামগ্রী আসে দক্ষিণ-চিন সাগরের উপর দিয়ে। হিমালয়ের দিকে চিনের উৎপাত ক্রমাগত বাড়তে থাকলে ভারতও বহুদূরে সাহায্যে ওই দক্ষিণ-চিন সাগরের রাস্তা অবরুদ্ধ করে দিতে পারবে।

এইসব নানা কারণে ব্রহ্মস মিসাইলকে ভারতের জন্য ‘গেম চেঞ্জার’ বলা হচ্ছে।

# প্রস্তাবিত বৈশ্বিক মহামারি চুক্তি

### বিশ্বরঞ্জন গোস্বামী

কোভিড-১৯-এর বিশ্বব্যাপী সংক্রমণ ও তার বিপর্যয়কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ও তার রেশ এখনও বিরাজ করছে। আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য সংম্মেলনের অনুরূপ ২০২৩ সালের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) দ্বারা প্রকাশিত একটি নতুন আন্তর্জাতিক মহামারি চুক্তির প্রথম খসড়ার গোড়াতেই এই বিষয়ে স্পষ্ট মূল্যায়ন এসেছে। এই চুক্তিটি সারা বিশ্বেকে ভবিষ্যতের মহামারির জন্য আরও ভালভাবে প্রস্তুত করতে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। এই বিষয়ে বিশদ সংস্থার এই বিবৃতি উচ্চ-আয়ের দেশগুলির নেতাদের প্রতি তিরস্কার হিসাবে কোনও বার্তা কিনা। তবে এটা সত্য যে চলমান মহামারির

ধনী দেশগুলির ভূমিকা, সহযোগিতা বা সহানুভূতির কোনো আদর্শ মডেল নয়। কোবাক্স নামক একটি ভ্যাকসিন-বর্ধন প্রকল্প উচ্চ আয়ের দেশগুলো সঠিকভাবে প্রতিশ্রুতি পালন করেনি। এই ক্ষেত্রে ধনী দেশগুলি অত্যধিক নামক একটি ভ্যাকসিন-বর্ধন প্রকল্প উচ্চ আয়ের দেশগুলিতে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী লোকদের কাছে পৌঁছেতে পারেনি। বিশ্বের কিছু বিখ্যাত এবং সুপরিচিত ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি মেধা সম্পত্তির (আইপি) অংশীদারী কৃষ্ণগত রাখতে চাইছে। তারা তা না করলে, আরও অন্যান্য নির্মাতারা কম খরচে ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারত এবং আর বেশি জীবন বাঁচানো যেত। আসলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) কর্তৃক প্রণীত খসড়া চুক্তির উদ্দেশ্য যাতে এই আচরণের পুনরাবৃত্তি না হয়।

খসড়া চুক্তি মহামারি চলাকালীন অন্তত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রযোজ্য মেধা সম্পত্তি (আইপি অধিকার) ত্যাগ করতে উৎসাহিত করে। উপসত্ত, প্রাসঙ্গিক ভ্যাকসিনের অন্তত এক-পঞ্চমাংশ অবশ্যই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)-এর কাছে জমা করতে হবে, যাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র ও সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ লোকদের কাছে সহজে হাতেতে পারে, সেই সঙ্গে ধনী দেশগুলির মানুষের কাছেও পৌছয়। ভ্যাকসিনের মূল্য এবং চুক্তিগুলি সর্বজনীন করা উচিত যা কিনা কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন ঘটেনি।

প্রস্তাবিত খসড়াতে সামগ্রিক স্বার্থে কোভিড সম্পর্কিত ভাইরাস জিনোম সিকোয়েন্স সহ বিভিন্ন তথ্যগত পরিসংখ্যানের স্বচ্ছতা ও তা বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। গত ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চিনের কর্তৃপক্ষকে সিকোয়েন্স ডেটা, সেইসাঙ্গে সংক্রমণের সংখ্যা, হাসপাতালে ভর্তি এবং টিকার দেওয়ার হার সম্পর্কিত তথ্য শেয়ার করার আহ্বান জানিয়েছে। খসড়ায় আরেকটা বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যে দেশগুলি তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কলা কৌশলগত প্রযুক্তি ভাগ করে নেওয়া এবং মহামারি চলাকালীন অনেক নিম্ন-আয়ের দেশগুলিরও সুবিধা-অসুবিধা ভাগ করা উচিত।

এই মনস্তই প্রয়োজনীয় তো বটেই বরং বলা যেতে পারে অতিপ্রয়োজনীয়, অনেক বিজ্ঞানী, সরবরাহ গোষ্ঠী ও প্রচরণা সংস্থাগুলি এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে গবেষকরা চিন্তিত যে চুক্তিটি কীভাবে কাজ করবে এবং

কীভাবে স্বাক্ষরকারীরা তাদের প্রতিশ্রুতিতে অনড় থাকবে কিনা সেই ব্যাপারে তারা সন্দিহান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সুপারিশ করে যে দেশগুলি সুসংহতভাবে একটি সম্মেলনের (সিওপি) মাধ্যমে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে, কেননা এটি একটি গণতান্ত্রিক ফোরাম যেখানে সমস্ত দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান কণ্ঠস্বর থাকা উচিত।

কিন্তু সিওপি চালানো ব্যয়বহুল এবং এই ধরনের একটি কাঠামো তৈরির অর্থ হল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিভিন্ন দেশগুলিকে সঠিকভাবে অর্থায়ন করার জন্য একটি নিরন্তর লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হবে। সিওপিগুলি সিদ্ধান্তে পৌছানোর জন্য অনেক সময় নেয়। জলবায়ু পরিবর্তন এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতির মতো উত্তরের বিষয়ে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপগুলির মতো পরিচালনাকারীদের কাছ থেকে এই বিষয়ে তত্ত্ব অভিজ্ঞতা সবার জন্য।

সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, প্রায় ২০০টির মতো দেশের প্রস্তাবিত একটি ফোরাম, হাজার হাজার পর্যবেক্ষক সকলে যুক্তিযুক্তভাবে একটি উত্তরের বিষয়ে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপগুলির মতো পরিচালনাকারীদের কাছ থেকে এই বিষয়ে তত্ত্ব অভিজ্ঞতা সবার জন্য।

সংবেদনশীলভাবে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চায়

দেশগুলি এক ধরনের পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার বিষয়ে একমত হোক। এই ক্ষেত্রে একটি উপায় যাতে তাদের অর্থায়ন, আইপি বা ভ্যাকসিনের প্রতিশ্রুতি রাখা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে

ব্যথাভালুক করা। তবে আলোচনাকারীদের এবং তাদের দলগুলিকেও চুক্তির লক্ষ্য অর্জনের বিকল্প উপায়গুলি অন্বেষণ করার পরামর্শ দেওয়া হবে। আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রভাব সম্ভ্রষ্ট গবেষকরা অন্যান্য সম্ভাব্য মডেলের বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার খসড়া দলিল থেকে এটি

স্পষ্ট যে সংক্রান্ত মহামারি চলাকালীন দেখা সবচেয়ে খারাপ আচরণগুলির পুনরাবৃত্তি এড়াতে বন্ধপরিকর। পুরো দলিল জুড়ে, সরকার এবং সংস্থাগুলিকে স্বচ্ছ এবং ভাগ করছে ইচ্ছুক হওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া, বিশেষত পণ্যগুলি বিষয়ে সর্বজনীনভাবে অর্থায়িত গবেষণার উপর

ভিত্তি করে তৈরি হয় তা দেখতে আশ্বাস দেওয়া।

খসড়াটিতে চূড়ান্ত করতে বিশ্বের কাছে এক বছরের বেশি সময় আছে। বর্তমান সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতিগুলি সাধারণত একটি চুক্তিতে পৌছানোর আগেই তা সুসংহত রূপ নেবার সুযোগ থাকছে। কিন্তু যেহেতু গবেষকরা তাদের বিষয় প্রকাশের জন্য প্রতিনিধিত্ব, প্রচারকারীরা প্রচারণাকে ত্বরান্বিত করার জন্য ছুটে আসছেন, তখন চুক্তিটি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান এবং কাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো চুক্তির বিষয়বস্তুর মতোই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতীয় আলোচকদের নিয়ন্ত্রণেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে একটি চুক্তির মূল্য রয়েছে যদি এটি ডব্লিউএইচও খসড়ায় সংজ্ঞায়িত অন্তর্ভুক্ত করে, কিংবা বাক্তবে তা কতটা কার্যকর হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

# শহর ও জেলার অন্দরে

# গোপীনাথপুরের গাজন

# উৎসবের ঐতিহ্য ও পরম্পরা

### ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার গ্রামীণ জীবনের জনপ্রিয় ‘লোকউৎসব’ হল গাজন অনুষ্ঠান। এই উৎসবেই শেব সংস্কৃতিত উত্তরণ ঘটে মনে করা হয়। গাজনের সময় শিব প্রকৃত অর্থে ‘গণবেশ’তা।

‘গাজন’ শব্দটির উৎস সন্ধানে কেউ বলেন ‘গা’ অর্থাৎ ‘গ্রাম’ আর ‘জন’ অর্থাৎ ‘জনসাধারণ’ অর্থাৎ এক কথায় জনসাধারণের উৎসব হল ‘গাজন’। আবার অন্য একদল গবেষক মনে করেন যে এখানে ‘গা’ মানে ‘গান’ আর ‘জন’ হলেন ‘মহাজন’- অর্থাৎ ‘শিবের গান’ করছেন যারা। তবে ‘গর্জন’ শব্দটিও ‘গাজন’-এর উৎস হতে পারে – যার সরাসরি যোগ রয়েছে উচ্চস্বরে মহাদেবের জয়ধ্বনি দেওয়ার মধ্যে ‘বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে...হে...’

দুর্গাপুর স্টেশন থেকে মাত্র নয় কিলোমিটার দূরে একটি গ্রাম গোপীনাথপুর। গোপীনাথপুর মৌজা সরকারী রেকর্ডে ‘লাট গোপীনাথপুর মৌজা’ নামে নথিভুক্ত। এই মৌজা দুই বর্ধমান জেলার বৃহত্তম এবং জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম মৌজা।

এই গ্রামের গাজন উৎসব আনুমানিক পাঁচশো বছরের পুরোনো। জমিদার গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় এই গ্রামের গোড়াপত্তন করেন। গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তিন সন্তান। এক কন্যা দুই পুত্র। কন্যা আনন্দময়ী প্রথম সন্তান। পুত্রদের মধ্যে বড় নন্দদুলাল ছোট দুর্গাচরণ। গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্রদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নামেই আজকের শিল্পশ্রম দুর্গাপুরের নামকরণ হয়ে গেছে।

এই গ্রামেরই অন্য একটি পরিচিত একটি নাম হল ‘সগরভাড়া’। কথিত আছে, পূর্বে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাতায়াতের সময় এই রাজ্যের একটি কর্মদান্ত ডোবায় পড়ে গোকর্ণ গাভির চাকা ভেঙে যেত। তখন সাধারণ মানুষের পরিবহনের প্রধান মাধ্যম ছিল গোকর্ণ গাড়ি। তাই গ্রামের নাম হয় ‘সগরভাড়া’। তবে এর কোনো যথাযথ প্রমাণ নেই।

বাকুড়ার জগন্নাথপুর থেকে এসে গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় এখানে জমিদারি শুরু করেন। তিনি আগের জমিদারি থেকে কামার কুমার রোপা নাপিত জেলে চাষী সদগোপ সকল প্রজাদের সঙ্গে নিয়ে এসে সকলকে জমি দিয়ে নতুন গ্রামটি মজবুত করে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন পরম শিবভক্ত। জগন্নাথপুরে রত্নেশ্বর শিব পাতালকোঠা, তাই সঙ্গে করে আনতে পারেননি। নতুন ভাবে এই গ্রামে প্রতিষ্ঠা করলেন বাণেশ্বর শিব। জগন্নাথপুর থেকে নিয়ে এসেছিলেন কপ্তিপাথরের ভৈরব, ধর্মরাজের মাটির হাতি, ঘোড়া আরও কিছু পুতুল টোটেম। তখনকার দিনে এগুলিকে বলা হতো গ্রামরক্ষক ভৈরবদেব ও তাঁর সহচর। শিবেরই অপর রূপ এঁরা। গ্রামের

বাইরে তোরণের পাশের জঙ্গলে এই দেবতাদের তিনি স্থাপিত করলেন। তিনি বাড়ির পাশে প্রতিষ্ঠা করলেন বাণেশ্বর শিব মন্দির, আর তার পাশেই জাগ্রত কালী মন্দির।

তখনকার দিনে জঙ্গলে মহিলাদের যাবার নিয়ম ছিল না। তাই সমস্যা হল বাড়ির মহিলারা ওই ভৈরব শিবকে পূজো করবেন কীকরে। এই সমস্যার সমাধান করলেন জমিদার গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায়। নিজেই তিনি নির্দেশ দিলেন চৈত্র মাসের পঁচিশ তারিখ থেকে দোসরা বৈশাখ ওই ভৈরবনাথ শিবকে পুরোহিত মাথায় করে নিয়ে আসবেন গাভের ভিতরে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের শিব মন্দিরের প্রাঙ্গণে। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, গাজন উৎসবের দিনে দেবী ‘হরকালী’র সঙ্গে শিবের বিবাহ হয়। বিবাহ উৎসবে সম্মাসীরা ‘বরযাত্রী’ হিসেবে অংশ নেন।

তাই কালী মন্দিরের পাশেই ভৈরব শিবকে স্থাপন করা হবে। সেখানে তাঁর পরিবারের সকল সদস্য ভক্তিভরে পূজো করবেন ও ব্রাহ্মণ অত্রাহ্মণ সব প্রজা মিলে গাজন উৎসব পালন করবেন। ধুমধাম করে চৈত্র সংক্রান্তির দিন জঙ্গলে ভৈরবতলায় চড়ক পালিত হবে। তাঁর সময় থেকে এই প্রথা একই ভাবে পালন করা হচ্ছে। সেই শুভ সূচনার ক্ষণ থেকে শুরু করে প্রতি বছর জঙ্গলের ভৈরবথানা থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে চট্টোপাধ্যায়দের মন্দির প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয়।

এই শোভাযাত্রা সত্যি অসাধারণ। দূর-দুরান্ত থেকে লোকজন দেখার জন্য ভিড় করে। পট্টিবস্ত্র পরা পুরোহিতের মাথায়



থাকেন ফুলের সিংহাসনে কপ্তিপাথরের ছোট হাতি, হিন বাবা ভৈরবদেব। একজন ভক্তা দেবতার মাথায় লাল রঙের কাফকাজ করা ছাতি ধরে থাকে, একজন পথে নতুন ধূতি পেতে দিতে থাকে, সামনে এক ভক্তা গঙ্গা জল জল ছড়াতে ছড়াতে যায়, পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করেন, উল্ল শঙ্খধ্বনি ও বাজনা বাড়িয়ে ধীরে ধীরে ভৈরবদেবকে নিয়ে যাওয়া হয়, বরণ করে নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠা করে ভোগ নিবেদন ও পূজো করা হয়। চট্টোপাধ্যায় পরিবারের সব সদস্য ও সকল গ্রামবাসী মিলে

আন্তরিকভাবে দেবতার আরাধনা করে। ভৈরবনাথ শিবের প্রিয় ভোগ হল দুধ দাঁড়ি চিড়ে গুড় মডা আর তরমুজ আম ইত্যাদি রকমারি মরসুমি ফল।

জঙ্গলের ভৈরব গ্রাম রক্ষক। তাই তাঁর পূজো চড়ক সংক্রান্তিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই ভৈরবের মূর্তি মাটির হাতি ও ঘোড়া এই টোটেমগুলির ধুমধাম করে পূজো হয়। এই পূজোর প্রধান ভক্তা ছিল বাগদি কেউও মাঝি পরিবার। ব্রাহ্মণ ও অত্রাহ্মণদের মিলন মেলা ছিল এই উৎসব। এই পূজোতে একজন অনার্য বা অত্রাহ্মণকে ভক্তা হতে হবে। অত্রাহ্ম ভক্তা পেতে পারবে এবং ব্রাহ্মণেরা তার পা পর্যন্ত ধুইয়ে দেবে।

জমিদার গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় খুবই সজ্জন ও উপার মনের মানুষ ছিলেন। তিনি সব প্রজাকে সমান চোখে দেখতেন। ভৈরব পূজোতে গেলেন যে উৎসব ও মেলা হত তাতে সব সম্প্রদায়ের সমান অধিকার। এই পূজোয় যারা ব্রত ও নিয়ম পালন করত ও চড়কে ভাগ ফোঁতাত কেউকেই বলা হত ভক্ত।

এই পূজোর প্রধান ভক্তা ছিল বাগদি কেউও মাঝি পরিবার। ব্রাহ্মণ ও অত্রাহ্মণদের মিলন মেলা ছিল এই উৎসব। এই পূজোতে একজন অনার্য বা অত্রাহ্মণকে ভক্তা হতে হবে। অত্রাহ্ম ভক্তা পেতে পারবে এবং ব্রাহ্মণেরা তার পা পর্যন্ত ধুইয়ে দেবে। গাজনের ভক্তারা ওই দিনগুলিতে কঠিন নিয়ম মেনে চলে,

সারাদিন উপবাস করে, দাঁড়ি ধারণ করে, শেলাই কাষ নয় এমন একরকম পরে থাকে, সন্ধ্যাবেলায় একবার নিরামি করার থায়, মাটিতে কন্ধল পেতে শোয়। কঠিন ব্রত উপবাসের জন্য ওই ভক্তাদেরকে সম্মাসীও বলা হয়।

সকালবেলা কোনও কোনও ভক্তা সং সাজে, আবার কয়েকজন শিব দুর্গার গান গেয়ে প্রতীকী শিবলিঙ্গ মাথায় নিয়ে দলবেঁধে ঢাক-ঢোলো বাড়িয়ে পথ পরিভ্রমা করে। এদের মধ্যে কেউ সাজে শিব কেউ দুর্গা কেউ বা কালী।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন হয় চড়ক ঘূর্ণি। সকালে চড়ক দণ্ড স্নান করিয়ে নিয়ে আসেন সম্মাসীরা আর সেটি প্রোথিত হয় চড়কের মাঠে। বিভিন্ন ধরণের নৌকিক আচার পালন করা হয় সারাদিন। আর বিকেলে বা সন্ধ্যায় হয় চড়ক ঘূর্ণি। চড়ক গাছটি চড়কতলায় প্রোথিত করে তার মাথায় আরেকটি কাঠের খণ্ড মধ্যস্থলে ছিঁক করে রাখা হয়, যাতে চড়কগাছকে কেন্দ্র করে কাঠের খণ্ডটি শূন্য বৃত্তাকারে ঘুরতে পারে। এর একপ্রান্তেরে ঝোলানো দড়িতে একজন সম্মাসী বা ভক্তা পিঠের চামড়া ভেদ করে শিরদাঁড়াতে বঁড়শির মত বাকানো একটি লোহার কাঁটা গেঁথে ঝুলে থাকেন, কোমরে গামছা বা কাপড় বেঁধেও কেউ টোটেমগুলির ধুমধাম করে পূজো হয়। এই পূজোর প্রধান ভক্তা ছিল বাগদি কেউও মাঝি পরিবার। ব্রাহ্মণ ও অত্রাহ্মণদের মিলন মেলা ছিল এই উৎসব। এই পূজোতে একজন অনার্য বা অত্রাহ্মণকে ভক্তা হতে হবে। অত্রাহ্ম ভক্তা পেতে পারবে এবং ব্রাহ্মণেরা তার পা পর্যন্ত ধুইয়ে দেবে।

এই অনুষ্ঠানে আত্মনিগ্রহের মা



# খবরে দেশ-বিদেশ

মাহিন্দ্রা গ্রুপের  
প্রাক্তন  
চেয়ারম্যান তথা  
ধনকুবের কেশব  
মাহিন্দ্রা প্রয়াত



দিল্লি, ১২ এপ্রিল— ৯৯ বছর বয়সে প্রয়াত মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা গ্রুপের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা ধনকুবের কেশব মাহিন্দ্রা। ‘ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্পেস প্রোমোশন অ্যান্ড অথোরাইজেশন’র চেয়ারম্যান পবন গোয়েঙ্কা টুইট করে এই সংবাদ জানিয়েছেন। শিল্পপতি আনন্দ মাহিন্দ্রার কাকা কেশবের নাম ২০২৩ সালে ফোর্বস প্রকাশিত ভারতীয় ধনকুবেরদের তালিকায় ছিল। তাঁর প্রয়াণের সংবাদ শেয়ার করার সময় পবন গোয়েঙ্কা লিখেছেন, ‘শিল্পের দুনিয়া তার অন্যতম দীর্ঘায়ু ব্যক্তিত্বকে আজ হারাল। তার সঙ্গে বৈঠক থাকলেই আমি মুখিয়ে থাকতাম। তিনি যেভাবে বাণিজ্য, অর্থনীতি ও সামাজিক বিষয়ে অবদান রেখেছিলেন তা আমাকে বরাবরই অনুপ্রাণিত করেছে।’ ১৯৪৭ সালে বাবার সংস্থা মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রায় যোগ দেন কেশব। ১৯৬৩ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন সংস্থার চেয়ারম্যান। তিনি অবসর নেওয়ার পর তাঁর ভাইয়ে আনন্দ মাহিন্দ্রা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

পাঞ্জাবের সেনা  
ছাউনিতে  
এলোপাখাড়ি  
গুলি, চার  
জনের মৃত্যু

চট্টগড়, ১২ এপ্রিল— সাত সাকালে পাঞ্জাবের ভাটিভার সেনা ছাউনিতে গুলিবর্ষ হয়ে চার জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পরই এলাকাজুড়ে তল্লাশি শুরু করেছে স্টেশন কুইক রিঅ্যাকশন টিম। সন্ত্রাসের খবর, কে বা কারা গুলি চালিয়েছে তা এখনও বোঝা যায়নি। গোটা এলাকায় তল্লাশি শুরু হয়েছে।ভাটিভার পুলিশ সুপার জিএস খুরানা বলছেন, সেনা ছাউনির বাইরে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, এই ঘটনা কোনও জঙ্গি নাশকতা নয়। সেনা ছাউনির ভেতরেই কোনও জওয়ান গুলি চালিয়েছেন। তদন্ত শুরু হয়েছে। সেনার তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, ভোর ৪টে ৩৫ মিনিট নাগাদ সেনা ছাউনির ভিতরে আচমকা গুলি চলাতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গেই কুইক রিঅ্যাকশন টিম সক্রিয় হয়ে ওঠে।

বুকে যন্ত্রণা নিয়েও  
যাত্রীদের ১৫  
কিলোমিটার দূরে  
ডিপোয় গিয়ে  
মৃত্যু চালকের

ভদোদারা, ১২ এপ্রিল— যাত্রীবাহী বাস নিয়ে ডিপোতে ফেরার সময় বুকে যন্ত্রণা শুরু হয় চালকের। কিন্তু সেসবকে তেমন আল দেননি বাসচালক ভারমল আহির। গবেছিলেন, একেবারেই যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে তবেই যা করার করবেন। তাই বুকে ব্যথা এবং অস্থিত নিয়ে আরও ১৫ কিলোমিটার বাস চালিয়ে গেলেন চালক। কিন্তু ডিপোয় পৌঁছানোর পর চালকের আসনে বসেই মৃত্যুর কোলে চলে পড়লেন তিনি। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাতে। ৪০ বছর বয়সি ভারমল আহির গুজরাত স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের একজন চালক। রবিবার রাত ৮.৩০ নাগাদ সোমনাথ থেকে যাত্রা শুরু করেন আহির। সোমবার সকাল ৭.৩০ নাগাদ রাধানপুরে পৌঁছানোর কথা ছিল তাঁর। তখনও ১৫ কিলোমিটার রাস্তা বাকি, সকালে ভরাহির কাছে বাস দাঁড় করান তিনি। যাত্রীদের সঙ্গে চাও খান। তারপরেই বুকে ব্যথা অনুভব করেন আহির তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আর্থিক প্যাকেজ পেতে ইউক্রেনকে  
দুই জাহাজ অস্ত্র পাঠাবে ইসলামাবাদ

ইসলামাবাদ, ১২ এপ্রিল— আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার আইএমএফ-এর থেকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক প্যাকেজ পাওয়ার আশায় যুদ্ধবিধগ্ন ইউক্রেনের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা ইসলামাবাদের। পাকিস্তান পরিকল্পনা করছে ইউক্রেনকে ট্যাক ও রকেট ভরতি ২৩০টি কন্টেনার পাঠানোর। তেমনই দাবি এক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের।

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি প্রধানমন্ত্রী নেরন্ড্র মোদিকে চিঠি লিখে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর আরজি জানিয়েছেন।

জানা যাচ্ছে, এপ্রিলেই করাচির বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে পাকিস্তানের দু’টি জাহাজ এমভি বোকারাম ও এমভি খেরসন ওই



অস্ত্রসত্ত্ব পৌঁছে দেবে ইউক্রেনে। জাহাজগুলিতে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউরোপীয় পতাকা থাকবে। পোল্যান্ড ও জার্মানির

বন্দরের মাধ্যমে অস্ত্র পৌঁছে দেবে জাহাজ দু’টি। এক সংবাদমাধ্যমের দাবি, এর বিনিময়ে সাড়ে সাত বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আর্থিক

প্যাকেজ আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের কাছ থেকে পাবে পাকিস্তান।

প্রসঙ্গত, এপ্রিল মাস থেকেই রাশিয়ার থেকে কম দরে জ্বালানি কিনতে চলেছে পাকিস্তান, এমনটাই গুঞ্জন। তবে এখনও পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে এই সংক্রান্ত কোনও চুক্তির কথা জানা যায়নি। তবে এর মধ্যেই ইউক্রেনকে অস্ত্রসত্ত্ব দিয়ে সাহায্য করতে চলেছে পাকিস্তান, সেই গুঞ্জনও উঠল। গত কয়েক মাস ধরেই ক্রমশ ধুকছে পাকিস্তানের অর্থনীতি। ঘুরে দাঁড়াতে আইএমএফ-এর উপরে ভরসা করা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই তাদের সামনে। এই পরিস্থিতিতে ইউক্রেনকে অস্ত্রসত্ত্ব পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল শাহবাজ শ্রাসান।

সুপ্রিম কোর্টেও  
ঝুলেই রইল  
চাকরিহারাের  
ভবিষ্যৎ

দিল্লি, ১২ এপ্রিল— আপাতত স্থিতিবস্থা বজায় রাখল সুপ্রিম কোর্ট। পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত ঝুলেই রইল চাকরিহারীদের ভাগ্য। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে চাকরি হারিয়েছেন নবম ও দশম শ্রেণির ৯৫২ জন শিক্ষক, গ্রুপ সি’র বহু এবং গ্রুপ ডি’র ৮৪২ জনের। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে চাকরিহারারা। বৃধবারের শুনানিতে কাটল না ভ্রট। এদিন সুপ্রিম কোর্টে চাকরিহারাদের আইনজীবীরা জানান, তাঁদের চাকরি বাতিলের প্রক্রিয়া বৈধ নয়। সর্বোচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই মামলায় বড়সড় দুর্নীতি রয়েছে। তাই আরও শুনানির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেই মনে করছে সুপ্রিম কোর্ট। চাকরিহারাদের আইনজীবীর দাবি, সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপাতত স্বপদে বহাল চাকরিহারারা তবে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য্যই দাবি খারিজ করেছেন।

জ্বলন্ত কয়লার  
ওপর দিয়ে  
হেঁটে গেলেন  
বিজেপি নেতা

ভুবনেশ্বর, ১২ এপ্রিল - ‘ঈশ্বরের আশীর্বাদ’ পেতে জ্বলন্ত কয়লার ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাড়া ‘ঝামু যাত্রা’ ওড়িশার প্রাচীন একটি উৎসব। এখানে প্রচলিত বিশ্বাস রয়েছে যে, জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়ে হাঁটলে অথবা শরীরে পেরেক গেঁথে নিজেবে কষ্ট দিলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। সম্ভুত হন ‘মা দুলান। ওড়িশার পুরীতে সেই স্থানীয় উৎসবে মঙ্গলবার যোগ দেন বিজেপি নেতা সম্বিত পাড়া। সেই উৎসবেই জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়ে হেঁটে যান তিনি। তাঁর হাঁটার একটি ভিডিও প্রকাশে আসে। এই বিজেপি নেতা নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে সেই ভিডিও শেয়ার করেন। সম্বিত একটি টুইট করে লেখেন, “আজ পুরীর সঙ্গম পঞ্চায়েতের রবতী রমন গ্রামে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাই। গ্রামবাসীদের উন্নয়ন এবং সুখসমৃদ্ধির জন্য ‘দেবী দুলানের’ আশীর্বাদ পেতে জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়ে হেঁটেছি।” মায়ের আশীর্বাদ পেয়েছি।”

নাকচ স্ট্যালিনের দাবি, আরএসএসকে  
প্রকাশ্যে রুট মার্চের অনুমতি সুপ্রিম কোর্টের



চেন্নাই, ১২ এপ্রিল— ধোপে টিকল না তামিলনাড়ু সরকারের যুক্তি। আরএসএসের রুট মার্চ বা মিছিলের কারণে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ছড়াতে পারে। এই যুক্তিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল তামিলনাড়ু সরকার। কিন্তু সেই যুক্তি খারিজ করে প্রকাশ্যে আরএসএসকে মিছিলে অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। তামিলনাড়ুতে এখনও পর্যন্ত সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে

পারেনি সংঘ পরিবার। বিজেপিও ছল ফোটানোর বিস্তার চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। এই অবস্থায় সেখানে সক্রিয় হতে চাইছে আরএসএস।

গত বছর অক্টোবর মাসে ‘স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব’ এবং গান্ধি জয়ন্তী উপলক্ষে রুট মার্চের অনুমতি চেয়েছিল তারা। এছাড়াও সংঘের সনাতনী পোশাক পরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মিছিল করার

পরিকল্পনা ছিল স্বয়ংসেবকদের। কিন্তু সাম্প্রদায়িক অশান্তির সম্ভাবনার কথা বলে সংঘ পরিবারের এই মিছিলের অনুমতি দেয়নি স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন ডিএমকে সরকার। রাজ্যের যুক্তি ছিল নিষিদ্ধ মুসলিম সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া হামলা চালাতে পারে মিছিলে। অবনতি হতে পারে আইনশৃঙ্খলার।

ফের করোনা আতঙ্ক, দেশের দৈনিক  
সংক্রমণ ছাড়াল ৭ হাজার

দিল্লি, ১২ এপ্রিল— করোনা শুনলে শিউরে ওঠেন না এমন মানুষ গোটা পৃথিবী জুড়ে পাওয়া দুষ্কর। যদিও ধীরে-ধীরে করোনা পরিস্থিতি কাটিয়ে বিশ্ব স্বাভাবিক হয়ে উঠছিল। কিন্তু ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সেই আতঙ্ক। গত ২৪ ঘণ্টায় লাফিয়ে বাড়ল দেশের করোনা সংক্রমণ। উদ্বেগ বাড়ছে অ্যাকটিভ কেসও।

মঙ্গলবার আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে পাঁচ হাজার থাকলেও বৃধবার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে দেওয়া রিপোর্ট বলছে, আক্রান্ত হয়েছেন ৭,৮৩০ জন। মারণ ভাইরাস সবচেয়ে বেশি চোখ রাঙাচ্ছে মহারাষ্ট্র ও কেরলে। আর এই সংক্রমণ বৃদ্ধির জেরেই উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে সক্রিয়



অ্যাকটিভ কেস ৪০ হাজার পার

রোগীর সংখ্যা। বর্তমানে অ্যাকটিভ কেস ৪০,২১৫। করোনা এখনও

কাড়ছে প্রাণ। একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১৬ জনের। দেশে মৃতের সংখ্যা

বেড়ে হয়েছে ৫ লক্ষ ৩১ হাজার ১৬ জন। মৃত্যুর হার ১.১৯ শতাংশ।

তবে এর মাঝে স্বস্তি একটাই, বেশির ভাগ মানুষই করোনার বিভিন্ন স্টেনকে হারিয়ে সুস্থ হয়ে উঠছেন। সুস্থতার হার ৯৮.৭৪ শতাংশ। অনেকটাই কম হাসপাতালে ভরতির হারও। তবে সতর্কতা অবলম্বন করে নতুন ভাবে মাস্ক বাধ্যতামূলক করেছে পুদুচেরি, কেরল ও হরিয়ানা সরকার। মহারাষ্ট্রেও মাস্ক পরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাই প্রশ্ন উঠছে, যেভাবে করোনা নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে, তাহলে কি দেশজুড়ে ফের আবশ্যিক হবে মাস্কের ব্যবহার? যদিও কেরলের তরফে এখনও এমন কোনও ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি।

বিরোধী ঐক্য গড়ে তুলতে  
মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে  
বৈঠকে নীতীশ-রাহুল-তেজস্বী

দিল্লি, ১২ এপ্রিল - ২০২৪-কে পাখির চোখ করে বিরোধী ঐক্য গড়ে তোলার উদ্যোগ শুরু হল। সংসদের বাজেট অধিবেশন শেষ হতে না হতেই বৃধবার দিল্লি গিয়ে রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে বৈঠক করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। রাজ্যসভার বিরোধী নেতা খাড়গের ১০ নম্বর রাজর্জি মার্গের বাংলায়ে ওই বৈঠক হয়। সেখানে হাজির ছিলেন আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদের ছেলে তথা বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব এবং নীতীশের দল জেডিইউ-র সর্বভারতীয় সভাপতি লালন সিংহ। দিল্লি আসার আগে মঙ্গলবার পাটনায় লালুর সঙ্গে বৈঠক করেন নীতীশ। তেজস্বী সেই সময় দিল্লিতে ছিলেন। লালুর আমলে রোলে ‘জমির বিনিময়ে চাকরি’ মামলায় ইন্ডি-র তলবে হাজিরা দিতে গেছিলেন তিনি।

জেডিইউ সূত্রের খবর, বৃধবারের বৈঠকে আগামী লোকসভা ভোটে বিহারে ‘মহাগঠবন্ধন’ শরিকদের



আসন সমঝোতার পাশাপাশি রাজ্যে বিজেপির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

কংগ্রেসের একটি সূত্র জানাচ্ছে, ২০২৪-কে পাখির চোখ করে বিরোধী ঐক্য গড়ে তুলতে চাইছেন খাড়গে।

প্রথমত, লোকসভা নির্বাচনের আগেই আনুষ্ঠানিক ভাবে কোন বিরোধী জোট বা মঞ্চ তৈরির বদলে যতটা সম্ভব বেশি আসনে বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিজেপি বিরোধী প্রার্থী দেওয়ার চেষ্টা করা

হবে। দ্বিতীয়ত, যেহেতু আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধী জোট ঘোষণা করা হচ্ছে না, ফলে সেই জোটের নেতা কে হবেন, তা নিয়ে বিতর্কও এড়িয়ে যাওয়া হবে। সূত্রের খবর, অনেক বিরোধীরই আপত্তি রয়েছে বৃদ্ধ কংগ্রেস রাহুলকে বিরোধী জোটের নেতা হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টার মধ্যে যাবে না। বিরোধী নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে রাহুল নিজেও সেই ‘বার্তা’ দিয়ে দেন।

হামলা চালিয়ে ১৫০ জন  
নাগরিককে হত্যা করল জুন্টা সরকার

নেই পেই দিউ, ১২ এপ্রিল— নিরস্ত্র জনগণের উপর বিমান হামলা চালানোর কথা স্বীকার করে নিল মায়ানমারের সামরিক জুন্টা সরকার। বিমান হানায় কমপক্ষে ১৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছ বহু শিশু এবং মহিলা।

মঙ্গলবার সকালে সাগাইং এলাকার কানবানু টাউনশিপের পাঞ্জাবী গ্রামে জড়ো হয়েছিলেন শতাধিক মানুষ। উপলক্ষ ছিল বিরোধী আন্দোলনের স্থানীয় দফতরের উদ্বোধন। সেখানেই সকাল ৮টা নাগাদ আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ শুরু হয়। সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)-কে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, শ’দেড়েক মানুষের জমায়েত হয়েছিল। তার মধ্যে ২০ থেকে ৩০টি শিশু এবং অন্তঃসত্ত্বা মহিলারা ছিলেন। সামরিক

জুন্টা সরকারের যুদ্ধবিমান থেকে ফেলা বোমার খায়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। বৈঠে নেই বিরোধী আন্দোলনের স্থানীয় নেতৃত্বও। মূলত তাঁদের উদ্যোগেই দলীয় দফতরটির উদ্বোধনের অনুষ্ঠান চলছিল।

শেই প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, প্রথম বোমাবর্ষণ পর্ব শেষ হওয়ার আধ ঘণ্টা বাদে একটি হেলিকপ্টার আকাশে চক্রর কাঁটে থাকে। সেখান থেকেও গুলি ছুটে আসছিল। তাতেও অনেকের মৃত্যু হয়েছে। তিক কত জনের মৃত্যু হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিক হিসাব বলছে ২০ থেকে ৩০টি শিশু-সহ মহিলা, অন্তঃসত্ত্বা এবং পুরুষ মিলিয়ে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মায়ানমারের সামরিক জুন্টা সরকারও বিমান হামলা চালানোর কথা স্বীকার করে নিয়েছে।

বিশ্বে এই প্রথম এইচ৩এন৮  
বার্ড ফ্লু ভাইরাসে মৃত্যু

বেইজিং, ১২ এপ্রিল— বিশ্বে এই প্রথম এইচ৩এন৮ বার্ড ফ্লু ভাইরাসে এক মহিলার মৃত্যুর কথা জানাল হু। মাদ্রুয়ানাপ বার্ড ফ্লু ভাইরাসে চিনের বাসিন্দা ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। তবে ভাইরাসের এই স্ট্রেনটি মানুষের মধ্যে সংক্রামক নয় বলেই আশঙ্ক্য করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। তাছাড়া এই স্ট্রেনটি সচরাচর মানুষের দেহে দেখা যায় না বলেও জানানো হয়েছে। ‘হু’-এর তরফে পেশ করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে মৃত্যু মহিলার বয়স ৫৬

বছর। তিনি চিনের দক্ষিণে গুয়াংডং প্রদেশে থাকতেন। এই ভাইরাসে এই নিয়ে তৃতীয় কোনও ব্যক্তির আক্রান্ত হওয়ার কথা জানা গেল। সকলেই চিনের বাসিন্দা। বাকি দু’জন অবশ্য গত বছর আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবে এর আগে দু’জন আক্রান্ত হলেও মৃত্যু এর প্রথম। তবে ওই মহিলার মৃত্যু সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর শরীরে সংক্রমণের একাধিক লক্ষণ দেখা গিয়েছিল বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

মাত্র ৮০ দিনে বিশ্বভ্রমণ  
অশীতিপর দুই বান্ধবীর

ওয়াশিংটন, ১২ এপ্রিল— আমেরিকার টেক্সাস থেকে যাত্রা শুরু করে মাত্র ৮০ দিনে বিশ্বভ্রমণ করে ফেলেছেন ৮১ বছরের দুই বান্ধবী। তারা এ-ও প্রমাণ করেছেন ভ্রমণ এবং আড়ব্বেষণের কোনও ব্যয় হয় না। বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে ভারতেও এসেছিলেন এলি এবং স্যান্ডি। দেখে গিয়েছেন তাজমহলও এলি হ্যাঙ্গি এবং স্যান্ডি হ্যাংজেলিপ। পেশায় এক জন তথ্যচিত্র পরিচালক, অন্য জন চিকিৎসক। তাঁদের ভ্রমণ সম্পর্কে সংবাদমাধ্যম সিএনএনকে স্যান্ডি

জানান, ৮০ বছর পেরোতেই বিশ্বভ্রমণের কথা তাঁদের মাথায় আসে। তিনি বলেন, ‘আমরা আগেও একসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেছি। তারা এ-ও প্রমাণ করেছেন ভ্রমণ এবং আড়ব্বেষণের কোনও ব্যয় হয় না। বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে ভারতেও এসেছিলেন এলি এবং স্যান্ডি। দেখে গিয়েছেন তাজমহলও এলি হ্যাঙ্গি এবং স্যান্ডি হ্যাংজেলিপ। পেশায় এক জন তথ্যচিত্র পরিচালক, অন্য জন চিকিৎসক। তাঁদের ভ্রমণ সম্পর্কে সংবাদমাধ্যম সিএনএনকে স্যান্ডি

জানান, ৮০ বছর পেরোতেই বিশ্বভ্রমণের কথা তাঁদের মাথায় আসে। তিনি বলেন, ‘আমরা আগেও একসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেছি। যখন ৭৬ বছর বয়স তখন আমরা আলোচনা করেছিলাম যে বিশ্বভ্রমণে যাব। ৮০ পেরোতেই আমরা ঠিক করি এ বার বেরোতেই হবে।’

লন্ডন, জাপ্তিবার, জাফিয়া, মিশর, নেপাল, বালি এবং ভারত ঘুরে ৮০ দিনের বিশ্বভ্রমণ শেষে সম্প্রতি

আবার টেক্সাস ফিরে গিয়েছেন এলি এবং স্যান্ডি।

ঘর থেকে উদ্ধার ‘জম্বি  
ডিটেকটিভ’ জুং চেই-এর দেহ

বেইজিং, ১২ এপ্রিল— মডেল হিসেবে কেরিয়ার শুরু করলেও পরিচিতি পান নেটফ্লিক্সের অন্যতম জনপ্রিয় শো জম্বি ডিটেকটিভে অভিনয় করে। সেই জুং চেই-য়ুনের দেহ উদ্ধার হল তার ঘর থেকে। মাত্র ২৬ বছর বয়সি দক্ষিণ কোরিয়ান অভিনেত্রী-মডেলের মৃত্যুতে শোরগোল পড়ে যায়। তাঁর মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ প্রথমে এই সংক্রান্ত বিস্তারিত কোনও তথ্য দেওয়া না হলেও পরে খবরটি নিশ্চিত করেন জুংয়ের এজেন্সি। সেই সঙ্গে অনুরাগীদের অনুরোধ জানান, তাঁরা যেন অভিনেত্রীর মৃত্যু নিয়ে কোনও গুজব না ছড়ান। এজেন্সির তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বলা হয়, ‘অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ১১ এপ্রিল আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন জুং চেই-য়ুল। তাঁর অকাল মৃত্যু শোকসত্ত্ব পরিবার। ঘনিষ্ঠদের উপস্থিতিতেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।’ ২০১৬ সালে মডেল হিসেবে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। এরপর একাধিক টিভি শোয়ে দেখা গিয়েছে তাকে। তবে সবচেয়ে বেশি



জনপ্রিয়তা পান নেটফ্লিক্সের নামী সিরিজ জম্বি ডিটেকটিভে অভিনয় করে। এছাড়াও থ্রিলার ছবি ডিপ-এ দেখা গিয়েছিল তাঁকে। জুংয়ের মৃত্যুর খবর সামনে আসতেই অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ শোয়ের গুটিং।



